ষষ্টিতম অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উত্ত্যক্ত করলেন

কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস বাক্যে রাণী রুক্মিণীর ক্রোধ প্ররোচিত করেন এবং পরে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করে প্রেমিক-প্রেমিকার কলহের মাধুর্য প্রদর্শন করেছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীর শয়নকক্ষে যখন স্বচ্ছন্দে উপবেশন করেছিলেন, তখন রুক্মিণীদেবী এবং তাঁর দাসীবৃন্দ নানাভাবে তাঁর সেবা করছিলেন। রুক্মিণীদেবী সর্বদা যেভাবেই হোক শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব মানিয়ে চলতেন। এই দিনটিতে রুক্মিণীদেবীর নিষ্কলুষ সৌন্দর্য লক্ষ্য করে শ্রীভগবান তাঁকে উত্ত্যক্ত করে বলতে শুরু করলেন—'ইতিপূর্বে অনেক সম্পদশালী রাজা রূপে-গুণে যারা তোমার যোগ্য, তোমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল। বাস্তবিকই, তোমার পিতা ও ভ্রাতা তোমাকে শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ দিতেই ইচ্ছুক ছিলেন। তা হলে তুমি কেন আমার মতো একজন অযোগ্য স্বামী গ্রহণ করলে, যে একবার তার রাজ্য ত্যাগ করে জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রে পালিয়ে গিয়েছিল? তা ছাড়া আমি জাগতিক নীতি লঙ্ঘন করে থাকি এবং যেহেতু আমি নিষ্কিঞ্চন, তাই অন্যান্য নিঃস্ব মানুষদের কাছেই আমি প্রিয়। অবশ্যই স্বচ্ছল লোকেরা আমার মতো কাউকে খাতির করবে না।

"যখন কোনও পুরুষ ও নারীর দুজনেরই সমান সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব, দেহ সৌন্দর্য ইত্যাদি থাকে, তখন তাদের মধ্যে বিবাহ বা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু অদূরদর্শিতার ফলে তুমি এমন একজন স্বামী গ্রহণ করেছ, যার কোনও গুণ নেই আর যাকে ভিখারীরাই ভালবাসে। এরচেয়ে তুমি যদি একজন বিশিষ্ট যোদ্ধাকে বিবাহ করতে, তাহলে এই জন্মে এবং পর জন্মেও তুমি সুখী হতে পারতে। তোমার ভাই এবং শিশুপালের মতো রাজারা সকলেই আমাকে ঘৃণা করে এবং কেবলমাত্র তাদের অহংকার চূর্ণ করার জন্যই আমি তোমাকে অপহরণ করেছিলাম। কিন্তু আমি আত্মসন্তুষ্ট এবং সমস্ত জড়জাগতিক বিষয়ের ঊর্ধ্বে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলেই দেহ, গৃহ, পত্নী ও পুত্রদের মতো ব্যাপারে আমি উদাসীন।"

তিনি যে তাঁর পতির প্রিয়তমা, রুক্মিণীদেবীর এই নিশ্চিত ধারণার বিনাশ করে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কথা থামালেন। রুক্মিণীদেবী কাঁদতে শুরু করলেন এবং শীঘ্রই

অতিশয় ভয়, দুঃখ ও শোকে বিহ্বল হয়ে মূর্ছিতা হলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, রুক্মিণীদেবী তাঁর পরিহাসকে ভুল বুঝেছেন আর তাই তিনি তাঁর প্রতি অনুকম্পা অনুভব করলেন। তিনি তাঁকে ভূমি থেকে তুললেন এবং তাঁর মুখমণ্ডলে স্নেহভরে হাত বুলিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—"আমি জানি তুমি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্তা। কেবলমাত্র তোমার সুন্দর ভ্রুকুটি শোভিত মুখপদ্ম দর্শন করার জন্য আমি তোমাকে উত্ত্যক্ত করছিলাম। প্রিয়তমার সঙ্গে পরিহাস করাই তো গৃহস্থের সর্বোচ্চ আনন্দ।"

এই সকল কথা রুক্মিণীর প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় দূর করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন তা পরিহাসমাত্র তা লক্ষ্য করে, তিনি বললেন, 'আমাদের দুজনের পারস্পরিক অযোগ্যতার বিষয়ে আপনি যা বলেছেন, তা সত্যি। কেননা কেউই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই প্রধান বিগ্রহের সর্বশক্তিমান অধীশ্বর আপনার সমান নয়।" শ্রীকৃষ্ণ নিজের মর্যাদার হানিকর যা কিছু বলেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে কিভাবে তাঁর মহিমারই বর্ণনা ছিল, রুক্মিণী তা বোঝাতে থাকলেন।

অতঃপর গভীর প্রীতি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বললেন, "আমি আমার পরিহাস বাক্যের দ্বারা তোমার মন ক্ষোভিত করতে চাইনি; বরং তোমার পবিত্রতার শক্তি আমি দেখাতে চেয়েছিলাম। যারা আমার কাছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ও সংসার জীবনের সুখের জন্য প্রার্থনা করে, তারা আমার মায়াশক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে মাত্র। এই ধরনের মানুষ নীচকুলে জন্ম গ্রহণ করবে। দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা যুক্ত সাধারণ নারী কখনও তোমার মতো বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার পূজা করতে পারে না। তোমার বিবাহের সময় তুমি কোনও রাজকীয় পাত্রের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করনি, বরং তুমি আমার জন্য এক ব্রাহ্মণ বার্তাবহকে প্রেরণ করেছিলে। তাই তুমি আমার সকল পত্নীগণের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই পরম প্রিয়।"

এইভাবে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীরূপী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পরিহাস করে আনন্দ লাভ করেছিলেন এবং একইভাবে তাঁর অন্যান্য রাণীদের প্রতিটি প্রাসাদে তিনি একজন গৃহস্থের সকল কর্তব্য সমাধা করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্গুরুম্ ।
পতিং পর্যচরদ্ ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ—শুকদেব গোস্বামী, বাদরায়ণ বেদব্যাসের পুত্র; **উবাচ**—বললেন; **কর্হিচিৎ**—কোন এক সময়; **সুখম্**—সুখে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **স্ব**—তাঁর; **তল্প**—শয্যা; **স্থম্**—অবস্থিত; **জগৎ**—জগতের; **গুরুম্**—গুরুদেব; **পতিম্**—তাঁর পতি; **পর্যচরৎ**—পরিচর্যা করলেন; **ভৈষ্মী**—রুক্মিণী; **ব্যজনেন**—বাতাস করার দ্বারা; **সখী-জনৈঃ**—তাঁর সখীগণ সহ, একত্রে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—কোন এক সময়ে রাণী রুক্মিণীর পতি, জগদ্‌গুরু, যখন তাঁর শয্যায় বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন, তখন তাঁর দাসীগণের সঙ্গে রাণী রুক্মিণীও নিজে তাঁকে বাতাস করে তাঁর সেবা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কাব্যিকভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই অধ্যায়ে রুক্মিণীদেবী সুগন্ধি কর্পূরের মতো শ্রীকৃষ্ণের কথার পেষ্টনীতে পিষ্ট হয়েছিলেন। পরোক্ষভাবে বলা যায়, কর্পূরের দানা পিষ্ট হবার সময়ে তার সুগন্ধ যেমন ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আপাত সহানুভূতিশূন্য কথায় পীড়িত হয়ে রুক্মিণীর পবিত্র চারিত্রিক গুণাবলী পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আচার্য আরও উল্লেখ করেছেন যে, রুক্মিণী স্বয়ং শ্রীভগবানকে সেবা করেছিলেন, কারণ তিনি *জগৎ-গুরুম্* 'জগতের গুরুদেব' এবং *পতিম্* 'তাঁর স্বামী'।

শ্লোক ২

যস্ত্বেতল্লীলয়া বিশ্বং সৃজত্যত্ত্যবতীশ্বরঃ ।
স হি জাতঃ স্বসেতূনাং গোপীথায় যদুষ্বজঃ ॥ ২ ॥

যঃ—যে; **তু**—এবং; **এতৎ**—এই; **লীলয়া**—তাঁর ক্রীড়া রূপে; **বিশ্বম্**—জগৎ; **সৃজতি**—সৃষ্টি করেন; **অত্তি**—সংহার করেন; **অবতি**—পালন করেন; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **সঃ**—তিনি; **হি**—বস্তুত; **জাতঃ**—জন্মগ্রহণ করেন; **স্ব**—তাঁর আপন; **সেতূনাম্**—বিধির; **গোপীথায়**—সুরক্ষার জন্য; **যদুষু**—যদুগণের মধ্যে; **অজঃ**—জন্মরহিত ভগবান।

অনুবাদ

জন্মরহিত শ্রীভগবান, পরম নিয়ন্তা, যিনি তাঁর সামান্য ক্রীড়ারূপে এই জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং অতঃপর সংহার করেন, তাঁর বিধানগুলি সংরক্ষণের জন্যই যদুগণের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে (৬/৩/১৯) যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ প্রণীতম্*, "ধর্ম শ্রীভগবানের প্রণীত আইনবিধি।" *সেতুর* অর্থ, যেমন পরিখার ক্ষেত্রে 'চৌহদ্দি' বা 'সীমা'। নদী ও খালের উভয় পাড়ে ভূমি উঁচু করে দেওয়া হয় যাতে জল তার ঠিক পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। তেমনই, শ্রীভগবান আইন সংস্থাপন করেন যাতে সেই আইন অনুসরণকারীরা ভগবদ্ধামে, তাদের গৃহে ফিরে যাওয়ার সমস্ত পথে শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হতে পারে। মানুষের আচরণকে পরিচালনা করার জন্য এই আইনগুলিকে তাই *সেতু* বলা হয়।

সেতু শব্দটি সম্বন্ধে আরও মন্তব্য—কৃষি জমিকে ভিন্ন করার জন্য অথবা বাধ বা সাঁকো তৈরীর জন্য যে ভূমি উঁচু করা হয়, তাকেও সেতু বলা হয়। এইভাবে *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে *সেতু* বলতে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত নির্মিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেতুকে নির্দেশ করা হয়েছে। যেহেতু জড় জীবন থেকে মুক্ত, পারমার্থিক জীবনে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রীভগবানের আইন একটি সেতুর মতো সাহায্য করে, তাই *সেতু* শব্দটির এই বিশেষ তাৎপর্য নিশ্চিতরূপে এখানে সেটির প্রয়োগ সার্থক করেছে।

শ্লোক ৩-৬

তস্মিন্নন্তর্গৃহে ভ্রাজন্মুক্তাদামবিলম্বিনা ।
বিরাজিতে বিতানেন দীপৈর্মণিময়ৈরপি ॥ ৩ ॥
মল্লিকাদামভিঃ পুষ্পৈর্দ্বিরেফকুলনাদিতে ।
জালরন্ধ্রপ্রবিষ্টৈশ্চ গোভিশ্চন্দ্রমসোঽমলৈঃ ॥ ৪ ॥
পারিজাতবনামোদবায়ুনোদ্যানশালিনা ।
ধূপৈরগুরুজৈ রাজন্ জালরন্ধ্রবিনির্গতৈঃ ॥ ৫ ॥
পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্যঙ্কে কশিপূত্তমে ।
উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্ ॥ ৬ ॥

তস্মিন্—সেই; **অন্ত-গৃহে**—প্রাসাদের অন্তঃপুরে; **ভ্রাজৎ**—উজ্জ্বল; **মুক্তা**—মুক্তার; **দাম**—মালা যুক্ত; **বিলম্বিনা**—ঝুলানো; **বিরাজিতে**—বিরাজিত; **বিতানেন**—একটি চন্দ্রাতপ; **দীপৈঃ**—দীপ; **মণি**—রত্নের; **ময়ৈঃ**—নির্মিত; **অপি**—ও; **মল্লিকা**—মল্লিকার; **দামভিঃ**—মাল্যযুক্ত; **পুষ্পৈঃ**—পুষ্প; **দ্বিরেফ**—ভ্রমরের; **কুল**—ঝাঁকের; **নাদিতে**—নিনাদিত; **জাল**—গবাক্ষ; **রন্ধ্র**—ছোট গর্ত দ্বারা; **প্রবিষ্টৈঃ**—যা প্রবেশ

করছে; **চ**—এবং; **গোভিঃ**—কিরণ দ্বারা; **চন্দ্রমসঃ**—চন্দ্রের; **অমলৈঃ**—নির্মল; **পারিজাত**—পারিজাত বৃক্ষের; **বন**—বন; **আমোদ**—(বাহিত) সুবাস; **বায়ুনা**—বায়ু দ্বারা; **উদ্যান**—বাগানের; **শালিনা**—বয়ে নিয়ে আসে; **ধূপৈঃ**—ধুপের; **অগুরু**—অগুরু সুগন্ধি হতে; **জৈঃ**—উৎপন্ন; **রাজন্**—হে রাজা (পরীক্ষিৎ); **জাল-রন্ধ্র**—গবাক্ষের ছিদ্রের মাধ্যমে; **বিনির্গতৈঃ**—নির্গত; **পয়ঃ**—দুগ্ধের; **ফেন**—ফেনা; **নিভে**—তুল্য; **শুভ্রে**—শুভ; **পর্যঙ্কে**—শয্যায়; **কশিপু**—বালিশে; **উত্তমে**—উত্তম; **উপতস্থে**—তিনি সেবা করছেন; **সুখ**—সুখে; **আসীনম্**—আসীন্; **জগতাম্**—জগতের; **ঈশ্বরম্**—পরম নিয়ন্তা; **পতিম্**—তাঁর স্বামী।

অনুবাদ

উজ্জ্বল মুক্তামালা যুক্ত ঝোলানো চন্দ্রাতপ এবং দেদীপ্যমান মণিময় দীপমালা শোভিত রাণী রুক্মিণীর মহলগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। গুঞ্জনরত ভ্রমরদের আকর্ষণকারী মল্লিকা ও অন্যান্য ফুলের মালাগুলি এখানে ওখানে ঝোলানো থাকত এবং গবাক্ষের রন্ধ্রপথে নির্মল চন্দ্রকিরণ বিকীরণ করত। অগুরু ধূপের সুবাস যেমন গবাক্ষের রন্ধ্রপথে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনই হে রাজন, পারিজাত ফুলের সুগন্ধি বাতাস ঘরের মধ্যে যেন একটি উদ্যানের পরিবেশ বয়ে নিয়ে আসত। সেখানে দুগ্ধফেননিভ শুভ্রবর্ণের শয্যায় ঐশ্বর্যময় বালিশে দেহভার ন্যস্ত করে বিশ্রামরত তাঁর পতি জগদীশ্বরকে রাণী সেবা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, রুক্মিণীর প্রাসাদ এখনকার মতো তখনও যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল এবং এই সকল বর্ণনা প্রাসাদটির ঐশ্বর্যের আভাস প্রদান করছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করেছেন যে, এই শ্লোকের *অমলৈঃ* শব্দটিকে *অরুণৈঃ* রূপেও পাঠ করা যেতে পারে, যা থেকে বোঝা যায় যে, এই লীলা যখন সংঘটিত হয়েছিল তখন সুন্দর আরক্তিম জ্যোৎস্নায় সমগ্র প্রাসাদটিকে স্নাত করে চন্দ্র সবেমাত্র উদিত হয়েছিল।

শ্লোক ৭

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ ।
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাং চক্র ঈশ্বরম্ ॥ ৭ ॥

বাল—লোমের (চমরী বলদের); **ব্যজনম্**—চামর; **আদায়**—গ্রহণ করে; **রত্ন**—রত্ন; **দণ্ডম্**—দণ্ড; **সখী**—তাঁর দাসীর; **করাৎ**—হাত হতে; **তেন**—তার দ্বারা; **বীজয়তী**—বাতাস করতে করতে; **দেবী**—দেবী; **উপাসাম্ চক্রে**—তিনি পূজা করলেন; **ঈশ্বরম্**—তাঁর পতি।

অনুবাদ

তাঁর দাসীর হাত থেকে দেবী রুক্মিণী রত্নদণ্ড যুক্ত একটি চামর গ্রহণ করলেন এবং তারপর তিনি তাঁর পতিকে বাতাস করতে করতে পূজা করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৮

সোপাচ্যুতং ক্বণয়তী মণিনূপুরাভ্যাং
রেজেঽঙ্গুলীয়বলয়ব্যজনাগ্রহস্তা ।
বস্ত্রান্তগূঢ়কুচকুঙ্কুমশোণহার-
ভাসা নিতম্বধৃতয়া চ পরার্ধ্যকাঞ্চ্যা ॥ ৮ ॥

সা—তিনি; উপ—কাছে; অচ্যুতম্—শ্রীকৃষ্ণ; ক্বণয়তী—শব্দায়মান; মণি—মণি রত্ন; নূপুরাভ্যাম্—তাঁর নূপুর হতে; রেজে—শোভান্বিতা হয়েছিলেন; অঙ্গুলীয়—অঙ্গুরীয়ক; বলয়—বালা; ব্যজন—এবং পাখা; অগ্র-হস্তা—তাঁর হাতে; বস্ত্র—তাঁর বসনের; অন্ত—প্রান্তভাগ দ্বারা; গূঢ়—গুপ্ত; কুচ—তাঁর দুই স্তন থেকে; কুঙ্কুম—কুঙ্কুম দিয়ে; শোণ—রঞ্জিত; হার—তাঁর কণ্ঠহারের; ভাসা—প্রভায়; নিতম্ব—নিতম্ব; ধৃতয়া—ধারণ করা; চ—এবং; পরার্ধ্য—বহুমূল্যবান; কাঞ্চ্যা—কাঞ্চী, কোমরবেষ্টনী।

অনুবাদ

হাতে অঙ্গুরীয়ক, বলয় ও চামর পাখায় সুশোভিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সামনে দণ্ডায়মান রাণী রুক্মিণীকে অতি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তাঁর রত্নযুক্ত নূপুর ধ্বনিত হচ্ছিল এবং তাঁর শাড়ীর আঁচলে আচ্ছাদিত স্তনের কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত তাঁর কণ্ঠহার ঝকমক করছিল। তাঁর নিতম্বে তিনি একটি মূল্যবান কাঞ্চী পরিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, রাণী রুক্মিণী যখন জোরে জোরে তাঁর পতিকে বাতাস করছিলেন, তখন তাঁর সুন্দর অঙ্গের চালনার সঙ্গে রত্ন ও স্বর্ণালঙ্কার ধ্বনিত হচ্ছিল।

শ্লোক ৯

তাং রূপিনীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা ।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-
বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে ॥ ৯ ॥

তাম্—তাঁর; **রূপিনীম্**—মূর্তিমতী; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **অনন্য**—অনন্য; **গতিম্**—গতি; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **যা**—যিনি; **লীলয়া**—তাঁর লীলারূপে; **ধৃত**—ধারণ করেছেন, তাঁর; **তনোঃ**—দেহ; **অনুরূপা**—সাদৃশ্যযুক্তা; **রূপা**—যাঁর রূপসমূহ; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **স্ময়ন্**—হাসতে হাসতে; **অলক**—অলক; **কুণ্ডল**—কুণ্ডল দুটি; **নিষ্ক**—গলার অলঙ্কার; **কণ্ঠ**—তাঁর কণ্ঠে; **বক্ত্র**—মুখমণ্ডল; **উল্লসৎ**—উজ্জ্বল ও সুখী; **স্মিত**—হাস্য; **সুধাম্**—অমৃত; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **আবভাষে**—বললেন।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, স্বয়ং মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী কেবলমাত্র তাঁকেই আকাঙ্ক্ষা করে রয়েছেন, তখন তিনি হাসলেন। শ্রীভগবান তাঁর লীলাসমূহ প্রকট করতে বিভিন্নরূপ ধারণ করেন এবং তাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ লক্ষ্মীদেবী যে রূপ ধারণ করেছিলেন, সেটি তাঁর পত্নীভাবে সেবা করার জন্য ছিল যথার্থ রূপ। তাঁর মধুর মুখমণ্ডল অলক, কুণ্ডল, নিষ্ক ও তাঁর উজ্জ্বল সদানন্দময় হাস্য সুধায় সুশোভিত ছিল। শ্রীভগবান অতঃপর তাঁকে এইভাবে বললেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *বিষ্ণু পুরাণে* শ্রীপরাশর কথিত একটি আকর্ষণীয় শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

দেবত্বে দেবরূপা সা মনুষ্যত্বে চ মানুষী ।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্ ॥

"শ্রীভগবান যখন দেবতা রূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি (লক্ষ্মীদেবী) এক দেবীর রূপ ধারণ করেন এবং শ্রীভগবান যখন একজন মানুষ রূপে আবির্ভূত হন, লক্ষ্মীদেবীও তখন মানুষের রূপ গ্রহণ করেন। তাই, তিনি যে দেহ ধারণ করেন, তা শ্রীবিষ্ণুর গৃহীত দেহের সঙ্গে উপযুক্ত।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৈকুণ্ঠাধিপতির চেয়েও অধিক সুন্দর, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণীদেবীও বৈকুণ্ঠ জগতের লক্ষ্মীদেবীর চেয়েও অধিক আকর্ষণীয়া।

শ্লোক ১০

শ্রীভগবানুবাচ

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ ।
মহানুভাবৈঃ শ্রীমদ্ভী রূপৌদার্যবলোর্জিতৈঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **রাজ-পুত্রী**—হে রাজনন্দিনী; **ঈপ্সিতা**—(তুমি ছিলে) আকাঙ্ক্ষিত; **ভূপৈঃ**—রাজাদের দ্বারা; **লোক**—জগতের; **পাল**—শাসক সদৃশ; **বিভূতিভিঃ**—যার ক্ষমতা; **মহা**—মহা; **অনুভাবৈঃ**—যার প্রভাব; **শ্রীমদ্ভীঃ**—ঐশ্বর্য; **রূপ**—রূপ; **ঔদার্য**—উদারতা; **বল**—এবং শারীরিক বল; **ঊর্জিতৈঃ**—ধনাঢ্য।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে রাজনন্দিনী, লোকপালসদৃশ ক্ষমতাশালী বহু রাজাদের দ্বারা তুমি আকাঙ্ক্ষিত ছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাবসহ ধনাঢ্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তি সম্পন্ন।

শ্লোক ১১

তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মরদুর্মদান্ ।
দত্তা ভ্রাতা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্ ॥ ১১ ॥

তান্—তাদের; **প্রাপ্তান্**—হাতে; **অর্থিনঃ**—বর; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **চৈদ্য**—শিশুপাল; **আদীন্**—এবং অন্যান্যরা; **স্মর**—কাম দ্বারা; **দুর্মদান্**—উন্মত্ত; **দত্তা**—প্রদান; **ভ্রাতা**—তোমার ভ্রাতার দ্বারা; **স্ব**—তোমার; **পিত্রা**—পিতা; **চ**—এবং; **কস্মাৎ**—কেন; **নঃ**—আমাদের; **ববৃষে**—তুমি বরণ করলে; **অসমান্**—অসমান।

অনুবাদ

যেহেতু তোমার ভ্রাতা ও পিতা তাদের কাছে তোমাকে নিবেদন করেছিল, কেন তুমি কাম দ্বারা উন্মত্ত হয়ে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান চেদিরাজ ও অন্যান্য সকল পাণিপ্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করেছিলে? কেন তাদের পরিবর্তে তুমি আমাকে বরণ করলে, যে মোটেই তোমার সমকক্ষ নয়?

শ্লোক ১২

রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্ ।
বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্ ॥ ১২ ॥

রাজভ্যঃ—রাজাদের; **বিভ্যতঃ**—ভয়ে; **সু-ভ্রু**—হে সুভ্রু; **সমুদ্রম্**—সমুদ্রে; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতান্**—গত; **বল-বদ্ভিঃ**—বলশালীগণের প্রতি; **কৃত-দ্বেষান্**—বিদ্বেষ প্রদর্শন করে; **প্রায়ঃ**—অধিকাংশ সময়ের জন্য; **ত্যক্ত**—ত্যাগ করেছি; **নৃপ**—রাজার; **আসনান্**—আসন।

অনুবাদ

সেই সকল রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে, হে সুভ্রু, আমরা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শক্তিশালী মানুষদের শত্রু হয়েছি এবং প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাজসিংহাসন আমরা ত্যাগ করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের এই রকম ভাষ্য প্রদান করেছেন—"শ্রীভগবানের মানসিকতাকে এইখানে এইভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে—'আমি যখন রুক্মিণীকে স্বর্গের পারিজাত বৃক্ষ থেকে একটি ফুল এনে দিয়েছিলাম, তখন সত্যভামা এমন ক্রোধ বর্ষণ শুরু করেছিল যে, আমি তার দুই পায়ে প্রণতি নিবেদন করেও তাকে শান্ত করতে পারিনি। কেবলমাত্র আমি যখন তাকে একটি সম্পূর্ণ পারিজাত বৃক্ষ এনে দিলাম, তখনই সে শান্ত হল। কিন্তু সত্যভামাকে আমার সমগ্র পারিজাত বৃক্ষটি দিতে দেখেও রুক্মিণী কোন রকম ক্রোধ প্রকাশ করেনি। তাই, যে কখনও ঈর্ষা বোধ করে না, যে পরম সংযত, এবং যে সর্বদা মধুরভাবে কথা বলে, এরকম পত্নীর কাছ থেকে আমি কিভাবে ক্রুদ্ধ কথামৃত উপভোগ করব?' এইভাবে বিবেচনা করে শ্রীভগবান স্থির করলেন, 'আমি যদি তার সঙ্গে এইভাবে কথা বলি, তা হলে আমি তার ক্রোধ প্ররোচিত করতে পারব।' কোন কোন তাত্ত্বিক এইভাবেই রুক্মিণীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বর্ষণের ব্যাখ্যা করেন।'

আচার্যের মতানুসারে, *বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়ঃ* কথাটি এখানে বোঝাচ্ছে যে, তাঁর অবতরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ সমকালীন প্রায় সকল রাজাদেরই বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, কেবলমাত্র অল্প কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন, যেমন পাণ্ডবগণ এবং তাঁর বংশের রাজন্যগণ। অবশ্যই, দশম স্কন্ধের শুরুতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবী অসংখ্য মুর্খ রাজাদের দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়েছিল আর শ্রীকৃষ্ণ এই ভার দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন বলেই বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

অবশেষে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, *ত্যক্তনৃপাসনান্* "রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে" কথাটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কংসকে হত্যা করার পর বিনীতভাবে রাজসিংহাসনটি তাঁর পিতামহ উগ্রসেনকে প্রদান করেছিলেন, যদিও শ্রীভগবান স্বয়ং তার যোগ্য ছিলেন।

শ্লোক ১৩

অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্ ।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ ॥ ১৩ ॥

অস্পষ্ট—অনিশ্চিত; **বর্ত্মনাম্**—যার ব্যবহার; **পুংসাম্**—পুরুষের; **অলোক**—সাধারণ সমাজে যা গ্রহণযোগ নয়; **পথম্**—পথ; **ঈয়ুষাম্**—যারা গ্রহণ করে; **আস্থিতাঃ**—অনুসরণের জন্য; **পদবীম্**—পথ; **সু-ভ্রু**—হে সুভ্রু, মনোরম ভ্রু-সমন্বিতা; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **সীদন্তি**—দুঃখ ভোগ করে; **যোষিতঃ**—নারীগণ।

অনুবাদ

হে মনোরম ভ্রুসমন্বিতা, নারীরা যখন সমাজের অননুমোদিত পথের অনুসারী অনিশ্চিত আচারণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে তখন সাধারণত তাদের ভাগ্যে দুঃখ ভোগই হয়।

শ্লোক ১৪

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥ ১৪ ॥

নিষ্কিঞ্চনাঃ—নিঃস্ব; **বয়ম্**—আমরা; **শশ্বৎ**—সর্বদা; **নিষ্কিঞ্চন-জন**—নিঃস্বগণের; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **প্রায়েণ**—সাধারণত; **ন**—না; **হি**—বস্তুত; **আঢ্যাঃ**—ধনীগণ; **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **সু-মধ্যমে**—হে ক্ষীণকটি নারী।

অনুবাদ

আমরা অকিঞ্চন এবং তাই নিঃস্ব মানুষদের কাছে আমরা প্রিয়। তাই, হে ক্ষীণকটি নারী, ধনবানেরা ক্বচিৎ কখনও আমার পূজা করে থাকে।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের পরমানন্দে জাগরিত হয়ে শ্রীভগবানের মতো, তাঁর ভক্তবৃন্দও জাগতিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ব্যাপারে উদাসীন থাকে। যারা জাগতিক সম্পদের দ্বারা প্রমত্ত, তারা ভগবদ্ধামের পরম সম্পদের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ॥ ১৫ ॥

যয়োঃ—যাদের পরস্পরের; **আত্ম-সমম্**—সমান হয়; **বিত্তম্**—সম্পদ; **জন্ম**—জন্ম; **ঐশ্বর্য**—প্রভাব; **আকৃতি**—এবং শারীরিক চেহারা; **ভবঃ**—বংশ; **তয়োঃ**—তাদের; **বিবাহঃ**—বিবাহ; **মৈত্রী**—মৈত্রী; **চ**—এবং; **ন**—না; **উত্তম**—একজন উত্তমের; **অধময়োঃ**—এবং একজন অধমের; **ক্বচিৎ**—কদাচিৎ।

অনুবাদ

যারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভাবে, চেহারায় এবং বংশ মর্যাদায় সমান, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী যথাযথ হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না।

তাৎপর্য

উত্তম ও অধম গুণাবলীর মানুষেরা পরস্পর প্রভু ও ভৃত্য কিম্বা শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্কে একসঙ্গে বাস করতে পারে, কিন্তু বিবাহ ও বন্ধুত্ব কেবলমাত্র সমান মর্যাদা-সম্পন্নগণের মধ্যেই যথাযথ হয়। বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে *ভাব* শব্দটি বোঝায় যে, সুসন্তান উৎপাদনের জন্য দম্পতির একইরকম যোগ্যতা সামর্থ্য থাকা উচিত।

শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে জাগতিকভাবে অযোগ্য বলে উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীভগবানের কোনও জাগতিক গুণই নেই—তিনি শুদ্ধ চিন্ময় অস্তিত্বে বিরাজ করেন। তাই শ্রীভগবানের সকল ঐশ্বর্যই নিত্য এবং তা তুচ্ছ জাগতিক কোনও বৈশিষ্ট্যের মতো নয়।

শ্লোক ১৬

বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া ।
বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা ॥ ১৬ ॥

বৈদর্ভি—হে বিদর্ভের রাজকন্যা; **এতৎ**—এই; **অবিজ্ঞায়**—অবগত না হয়ে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অদীর্ঘ-সমীক্ষয়া**—অদূরদর্শিতা; **বৃতাঃ**—বরণ করেছ; **বয়ম্**—আমরা; **গুণৈঃ**—ভাল গুণাবলীর; **হীনাঃ**—শূন্য; **ভিক্ষুভিঃ**—ভিক্ষুকদের দ্বারা; **শ্লাঘিতাঃ**—প্রশংসিত; **মুধা**—তাদের বিভ্রান্তিবশত।

অনুবাদ

কোনও ভাল গুণাবলী না থাকলেও এবং কেবলমাত্র বিভ্রান্ত ভিক্ষুকদের কাছে প্রশংসিত হলেও, হে বৈদর্ভী, দূরদর্শী না হওয়ার জন্য তুমি তা বুঝতে পারোনি বলে আমাকে তোমার পতিরূপে বরণ করেছ।

শ্লোক ১৭

অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্ ।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে ॥ ১৭ ॥

অথ—এখন; **আত্মনঃ**—তোমার জন্য; **অনুরূপম্**—উপযুক্ত; **বৈ**—বস্তুত; **ভজস্ব**—গ্রহণ কর; **ক্ষত্রিয়-ঋষভম্**—শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় পুরুষকে; **যেন**—যার দ্বারা; **ত্বম্**—তুমি;

আশিষ—আকাঙ্ক্ষাগুলি; সত্যাঃ—পূর্ণ হয়ে ওঠে; ইহ—এই জীবনে; অমুত্র—পরবর্তী জীবনে; চ—ও; লপ্স্যসে—প্রাপ্ত হবে।

অনুবাদ

এখন নিশ্চিতরূপে একজন অধিক যোগ্য পতি গ্রহণ করা তোমার উচিত, একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়, যিনি ইহ ও পরবর্তী উভয় জীবনেই তুমি যা চাও তা লাভ করতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত তাঁর সুন্দরী পত্নীকে উত্ত্যক্ত করে তাঁর প্রেমময়ী ক্রোধ প্ররোচিত করার চেষ্টা করছিলেন।

শ্লোক ১৮

চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধদন্তবক্রাদয়ো নৃপাঃ ।
মম দ্বিষন্তি বামোরু রুক্ম্মী চাপি তবাগ্রজঃ ॥ ১৮ ॥

চৈদ্য-শাল্ব-জরাসন্ধ-দন্তবক্র-আদয়ঃ—চৈদ্য (শিশুপাল), শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র এবং অন্যান্য; নৃপাঃ—রাজাগণ; মম—আমাকে; দ্বিষন্তি—ঘৃণা; বাম-ঊরু—হে উরুশ্রেষ্ঠা রমণী; রুক্ম্মী—রুক্ম্মী; চ অপি—এবং; তব—তোমার; অগ্রজঃ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

অনুবাদ

হে উরুশ্রেষ্ঠা রমণী, শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ এবং দন্তবক্রের মতো রাজারা সকলে আমাকে ঘৃণা করে, এবং তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুক্ম্মীও তাই করে।

শ্লোক ১৯

তেষাং বীর্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে ।
আনিতাসি ময়া ভদ্রে তেজোপহরতাসতাম্ ॥ ১৯ ॥

তেষাম্—তাদের; বীর্য—তাদের শক্তিযুক্ত; মদ—প্রমত্ততা দ্বারা; অন্ধম্—অন্ধ; দৃপ্তানাম্—গর্ব; স্ময়—ঔদ্ধত্য; নুত্তয়ে—দূরীভূত করার জন্য; আনিতা অসি—তুমি বিবাহে আনীত হয়েছিলে; ময়া—আমার দ্বারা; ভদ্রে—কল্যাণীয়া; তেজঃ—তেজ; উপহরতা—হরণকারী; অসতাম্—দুর্জনের।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, এই সকল রাজাদের ঔদ্ধত্য দূর করার জন্যই কেবল আমি তোমাকে হরণ করেছিলাম, কারণ তারা শক্তিমদান্ধ হয়ে উঠেছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল অসাধুদের শক্তিকে দমন করা।

শ্লোক ২০

উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

উদাসীনাঃ—উদাসীন; **বয়ম্**—আমরা; **নূনম্**—বস্তুত; **ন**—না; **স্ত্রী**—পত্নীদের জন্য; **অপত্য**—পুত্র; **অর্থ**—এবং সম্পদ; **কামুকাঃ**—কামনা; **আত্ম-লব্ধ্যা**—আত্ম সন্তুষ্ট হওয়ার দ্বারা; **আস্মহে**—আমরা অবস্থান করি; **পূর্ণাঃ**—পূর্ণ; **গেহয়োঃ**—দেহ এবং গৃহের প্রতি; **জ্যোতিঃ**—অগ্নির মতো; **অক্রিয়াঃ**—নিষ্ক্রিয়।

অনুবাদ

আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন। সর্বদা আত্মসন্তুষ্ট, আমরা দেহ ও গৃহের জন্য কার্য করি না কিন্তু আলোকের ন্যায় আমরা কেবল সাক্ষী থাকি মাত্র।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব ।
মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এতাবৎ**—এই পর্যন্ত; **উক্ত্বা**—বলে; **ভগবান্**—ভগবান; **আত্মানম্**—নিজে; **বল্লভাম্**—তাঁর প্রিয়তমা; **ইব**—রূপে; **মন্যমানাম্**—চিন্তা করে; **অবিশ্লেষাৎ**—নিরন্তর পতিসঙ্গলাভ হেতু; **তৎ**—সেই; **দর্প**—দর্পের; **ঘ্নঃ**—বিনাশক; **উপারমৎ**—বিরত হলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—যেহেতু শ্রীভগবান কখনও রুক্মিণীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি, রুক্মিণী তাই নিজেকে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রিয়তমা বলে মনে করতেন। তাঁকে এই সকল কথা বলার মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁর দর্প চূর্ণ করলেন ও তারপর তিনি থামলেন।

শ্লোক ২২

ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাত্মনঃ
প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্বমপ্রিয়ম্ ।
আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথুশ্
চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; ত্রি-লোক—তিন ভুবনের; ঈশ—ঈশ্বরের; পতেঃ—অধিপতির; তদা—তখন; আত্মনঃ—তাঁর নিজের; প্রিয়স্য—প্রিয়তম; দেবী—দেবী রুক্মিণী; অশ্রুত—যা কখনও শ্রবণ করেননি; পূর্বম্—পূর্বে; অপ্রিয়ম্—অপ্রিয়; আশ্রুত্য—শ্রবণ করে; ভীতা—ভীতা; হৃদি—তাঁর অন্তরে; জাত—জাত; বেপথুঃ—কম্পিত; চিন্তাম্—আশঙ্কা; দুরন্তাম্—দুরন্ত; রুদতী—রোদন করতে করতে; জগাম হ—প্রাপ্ত হলেন।

অনুবাদ

রুক্মিণীদেবী পূর্বে কখনও জগতের শাসকগণেরও অধীশ্বর, তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এই ধরনের অপ্রিয় কথা শ্রবণ করেননি এবং তাই তিনি ভীতা হয়েছিলেন। তাঁর হৃদয় কম্পিত হতে লাগল এবং দুরন্ত উদ্বেগে তিনি রোদন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৩

পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া
ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরূষিতৌ স্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ॥ ২৩ ॥

পদা—তাঁর পদ দ্বারা; সু-জাতেন—অত্যন্ত কোমল; নখ—তাঁর নখের; অরুণ—অরুণবর্ণের; শ্রিয়া—শ্রীবিশিষ্ট; ভুবম্—ভূমি; লিখন্তি—খুঁটতে খুঁটতে; অশ্রুভিঃ—অশ্রু দ্বারা; অঞ্জন—কাজলের জন্য; অসিতৌঃ—যা ছিল কৃষ্ণবর্ণ; আসিঞ্চতী—সিক্ত করে; কুঙ্কুম—কুঙ্কুম দ্বারা; রূষিতৌ—লাল; স্তনৌ—স্তনদ্বয়; তস্থৌ—তিনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রইলেন; অধঃ—অবনত; মুখী—তাঁর মুখ; অতি—অত্যন্ত; দুঃখ—দুঃখে; রুদ্ধ—রুদ্ধ; বাক্—তাঁর বাক্য।

অনুবাদ

তাঁর কোমল পদ দ্বারা, অরুণ বর্ণের প্রভাবিশিষ্ট নখ দ্বারা তিনি ভূমিতে আঁচড় কাটতে লাগলেন এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনযুক্ত অশ্রুদ্বারা তাঁর কুঙ্কুম রঞ্জিত স্তন সিক্ত হয়ে উঠল। সেখানে তিনি অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, অত্যন্ত দুঃখে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

শ্লোক ২৪

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধের্
হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত ।

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বায়ুবিহতো প্রবিকীর্য কেশান্ ॥ ২৪ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **সু-দুঃখ**—অত্যন্ত দুঃখ দ্বারা; **ভয়**—ভয়; **শোক**—এবং শোক; **বিনষ্ট**—বিনষ্ট; **বুদ্ধেঃ**—যার বুদ্ধি; **হস্তাৎ**—হাত থেকে; **শ্লথৎ**—খসে পড়ল; **বলয়তঃ**—যাঁর বালাগুলি; **ব্যজনম্**—পাখা; **পপাৎ**—পতিত হল; **দেহঃ**—তাঁর দেহ; চ—ও; **বিক্লব**—বিধ্বস্ত; **ধিয়ঃ**—যাঁর মন; **সহসা এব**—সহসা; **মুহ্যন্**—মূর্ছিত হল; **রম্ভা**—কদলী বৃক্ষ; **ইব**—মতো; **বায়ু**—বায়ু দ্বারা; **বিহতঃ**—আহত; **প্রবিকীর্য**—আলুলায়িত; **কেশান্**—তাঁর কেশরাশি।

অনুবাদ

রুক্মিণীর মন দুঃখ, ভয় ও শোকে বিহ্বল হয়েছিল। তাঁর হাত থেকে বলয় খসে পড়ল এবং তাঁর পাখাটি ভূতলে পতিত হল। তাঁর মোহগ্রস্ততায় তিনি সহসা মূর্ছিত হলেন, আলুলায়িত কেশে বায়ুবিধ্বস্ত কদলী বৃক্ষের মতো তিনি ভূতলে পতিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের দ্বারা আহত রুক্মিণী হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যে, শ্রীভগবান তাঁকে কেবল উত্ত্যক্ত করছিলেন মাত্র এবং তাই তিনি 'অভিভূত হওয়া' থেকে শুরু করে 'পতিত হওয়া' শোকের এই সমস্ত ভাবাবিষ্ট লক্ষণগুলি অভিব্যক্ত করেছিলেন, যা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *সাত্ত্বিক* ভাবাবিষ্টতা রূপে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২৫

তদ্ দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্ ।
হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত ॥ ২৫ ॥

তৎ—এই; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **প্রিয়ায়াঃ**—তাঁর প্রিয়তমার; **প্রেম**—শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম দ্বারা; **বন্ধনম্**—বন্ধন; **হাস্য**—তাঁর পরিহাসের; **প্রৌঢ়িম্**—গাম্ভীর্য; **অজানন্ত্যাঃ**—অনভিজ্ঞ; **করুণঃ**—কৃপাময়; **সঃ**—তিনি; **অন্বকম্পত**—অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন।

অনুবাদ

তাঁর প্রিয়তমা তাঁর প্রতি এমনই প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ যে, সে তাঁর উত্ত্যক্ততার সম্যক ভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, তা লক্ষ্য করে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি অনুকম্পা অনুভব করলেন।

শ্লোক ২৬

পর্যঙ্কাদবরুহ্যাশু তামুত্থাপ্য চতুর্ভুজঃ ।
কেশান্ সমুহ্য তদ্বক্ত্রং প্রামৃজৎ পদ্মপাণিনা ॥ ২৬ ॥

পর্যঙ্কাৎ—শয্যা হতে; **অবরুহ্য**—নেমে এসে; **আশু**—সত্বর; **তাম্**—তাঁকে; **উত্থাপ্য**—উত্তোলন করলেন; **চতুর্ভুজঃ**—চতুর্ভুজ প্রদর্শন করে; **কেশান্**—তাঁর কেশ; **সমুহ্য**—বন্ধন করে; **তৎ**—তাঁর; **বক্ত্রম্**—মুখমণ্ডল; **প্রামৃজৎ**—তিনি মার্জন করলেন; **পদ্ম-পাণিনা**—তাঁর পদ্ম হস্ত দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীভগবান সত্বর তাঁর শয্যা হতে নেমে এলেন। চতুর্ভুজ প্রকাশ করে, তিনি তাঁকে উত্তোলন করলেন, তাঁর কেশ বন্ধন করলেন এবং তাঁর পদ্ম হস্ত দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডলে হাত বোলালেন।

তাৎপর্য

শ্রীভগবান তাঁর চারটি বাহু প্রকাশ করেছিলেন যাতে তিনি যুগপৎ একই সঙ্গে এই সমস্ত কিছু করতে পারেন।

শ্লোক ২৭-২৮

প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা ।
আশ্লিষ্য বাহুনা রাজনন্যবিষয়াং সতীম্ ॥ ২৭ ॥
সান্ত্বয়ামাস সান্ত্বজ্ঞঃ কৃপয়া কৃপণাং প্রভুঃ ।
হাস্যপ্রৌঢ়িভ্রমচ্চিত্তামতদর্হাং সতাং গতিঃ ॥ ২৮ ॥

প্রমৃজ্য—মার্জন করে; **অশ্রু-কলে**—অশ্রু দ্বারা পূর্ণ; **নেত্রে**—তাঁর নয়নদুটি; **স্তনৌ**—তাঁর স্তনদ্বয়; **চ**—এবং; **উপহতৌ**—সিক্ত; **শুচা**—তাঁর শোকাশ্রু দ্বারা; **আশ্লিষ্য**—তাঁকে আলিঙ্গন করে; **বাহুনা**—তাঁর বাহু দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **অনন্য**—অন্য কোন; **বিষয়াম্**—যাঁর আকাঙ্ক্ষার বিষয়; **সতীম্**—পবিত্র; **সান্ত্বয়াম্ আস**—তিনি সান্ত্বনা প্রদান করলেন; **সান্ত্ব**—সান্ত্বনা প্রদান করার উপায়ের; **জ্ঞঃ**—অভিজ্ঞ; **কৃপণাম্**—দীন; **প্রভুঃ**—শ্রীভগবান; **হাস্য**—তাঁর পরিহাসের; **প্রৌঢ়ি**—চাতুর্যের দ্বারা; **ভ্রমৎ**—বিভ্রান্ত হয়ে; **চিত্তাম্**—যাঁর মন; **অতৎ-অর্হাম্**—তাঁর অযোগ্য; **সতাম্**—শুদ্ধ ভক্তবৃন্দের; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

হে রাজন, ভক্তগণের গতি শ্রীভগবান তাঁর পত্নীর অশ্রুপূর্ণ দুটি নয়ন এবং শোকাশ্রুতে সিক্ত স্তনদ্বয় মার্জন করে, তাঁর যে নিষ্কলঙ্ক পত্নী, তাঁকে ছাড়া আর

কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সান্ত্বনা প্রদানে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিহাস চাতুর্যে বিভ্রান্ত এবং অনুরূপ বিপর্যয়ের অযোগ্যা দীনা রুক্মিণীকে সান্ত্বনা প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৯

শ্রীভগবানুবাচ

মা মা বৈদর্ভ্যসূয়েথা জানে ত্বাং মৎপরায়ণাম্ ।
তদ্বচঃ শ্রোতুকামেন ক্ষেল্যাচরিতমঙ্গনে ॥ ২৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **মা**—হয়ো না; **মা**—আমার প্রতি; **বৈদর্ভি**—হে বৈদর্ভি; **অসূয়েথাঃ**—অসন্তুষ্ট; **জানে**—আমি জানি; **ত্বাম্**—তুমি; **মৎ**—আমার প্রতি; **পরায়ণাম্**—সম্পূর্ণরূপে অনুরক্তা; **ত্বৎ**—তোমার; **বচঃ**—কথা; **শ্রোতু**—শ্রবণ করার; **কামেন**—আকাঙ্ক্ষায়; **ক্ষেল্যা**—পরিহাস করার জন্য; **আচরিতম্**—আচরণ করেছি; **অঙ্গনে**—হে সুন্দরী।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে বৈদর্ভি, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ো না। আমি জানি, তুমি আমার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুরক্তা। হে সুন্দরী, আমি কেবলমাত্র পরিহাস ছলে কথা বলছিলাম, কারণ তুমি কি বলবে, আমি তা শুনতে চেয়েছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকটি বলেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, আবার তাঁকে বিব্রত করার জন্য তিনি আরও কিছু বলতে পারেন মনে করে সুন্দরী রুক্মিণী শঙ্কিত হয়েছিলেন, অথবা শ্রীকৃষ্ণ যা করেছেন, তার জন্য রুক্মিণী নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

শ্লোক ৩০

মুখ্যং চ প্রেমসংরম্ভ স্ফুরিতাধরমীক্ষিতুম্ ।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দরভ্রুকুটীতটম্ ॥ ৩০ ॥

মুখম্—মুখ; **চ**—ও; **প্রেম**—প্রেমের; **সংরম্ভ**—কোপ দ্বারা; **স্ফুরিত**—কম্পিতা; **অধরম্**—অধর যুক্ত; **ঈক্ষিতুম্**—দর্শন করার জন্য; **কটা**—তির্যক দৃষ্টিপাতের; **ক্ষেপ**—নিক্ষেপ দ্বারা; **অরুণ**—অরুণ বর্ণ; **অপাঙ্গম্**—নেত্রপ্রান্তি; **সুন্দর**—সুন্দর; **ভ্রূ**—ভ্রূ; **কুটী**—কুটী; **তটম্**—তট।

অনুবাদ

আমি তোমার সুন্দর ভ্রূকুটিরেখা ও কটাক্ষবিক্ষেপ সমেত অরুণবর্ণের নেত্রপ্রান্ত সহ প্রণয়কোপে কম্পিত অধর এবং মুখমণ্ডলও দেখতে চেয়েছিলাম।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এখানে বিশ্লেষণ করছেন যে, সাধারণত শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত ইচ্ছার দ্বারা তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ তাঁর সঙ্গে এমন আচরণ করেন যে, তাঁরা তাঁর অপ্রাকৃত আকাঙ্ক্ষাগুলি তৃপ্ত করেন। কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম এমনই দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, তাঁর অনবদ্য ভাব এই পরিস্থিতিতে প্রাধান্য লাভ করেছিল এবং তাই ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তিনি মূর্ছিত হয়ে ভূমিতে পতিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অসন্তুষ্ট করা দূরে থাক্, অধিকন্তু, তাঁর প্রতি নিজের সর্ব-পরিব্যাপ্ত প্রেম প্রদর্শনের মাধ্যমে রুক্মিণী তাঁর অপ্রাকৃত ভাব বিকশিত করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ।
যন্নর্মৈরীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি ॥ ৩১ ॥

অয়ম্—এই; **হি**—বস্তুত; **পরমঃ**—পরম; **লাভঃ**—লাভ; **গৃহেষু**—গৃহস্থ জীবনে; **গৃহমেধিনাম্**—গৃহমেধিগণের জন্য; **যৎ**—যা; **নর্মৈঃ**—পরিহাস বাক্য দ্বারা; **ঈয়তে**—অতিবাহিত হয়; **যামঃ**—সময়; **প্রিয়য়া**—প্রিয়তমার সঙ্গে; **ভীরু**—ভীরু; **ভামিনি**—ভাবসম্পন্না।

অনুবাদ

হে ভীরু ও ভামিনি, গৃহমেধিরা গৃহে তাদের প্রিয়তমা পত্নীদের সঙ্গে পরিহাস করে সময় অতিবাহিত করে পরম আনন্দ উপভোগ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভামিনি শব্দটি ক্রোধসম্পন্না আবেগতাড়িতা ভাবপ্রবণা নারীকে বোঝায়। যেহেতু সকল প্ররোচনা সত্ত্বেও সুন্দরী রুক্মিণী ক্রুদ্ধ হননি, শ্রীভগবান তাই তখনও পরিহাস ছলে কথা বলছিলেন।

শ্লোক ৩২

শ্রীশুক উবাচ

সৈবং ভগবতা রাজন্ বৈদর্ভী পরিসান্ত্বিতা ।
জ্ঞাত্বা তৎপরিহাসোক্তিং প্রিয়ত্যাগভয়ং জহৌ ॥ ৩২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সা**—তিনি; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—শ্রীভগবানের দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন্; **বৈদর্ভী**—রাণী রুক্মিণী; **পরিসান্ত্বিতা**—সম্পূর্ণরূপে সান্ত্বনা লাভ করে; **জ্ঞাতা**—অবগত হয়ে; **তৎ**—তাঁর; **পরিহাস**—পরিহাস ছলে বলা; **উক্তিম্**—বাক্যগুলি; **প্রিয়**—তাঁর প্রিয়তম দ্বারা; **ত্যাগ**—পরিত্যাগের; **ভয়ম্**—তাঁর ভয়; **জহৌ**—ত্যাগ করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, রাণী বৈদর্ভী শ্রীভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে সান্ত্বনা লাভ করলেন এবং জানতে পারলেন যে, তাঁর কথাগুলি পরিহাস ছলেই বলা হয়েছিল। তাঁর প্রিয়তম তাঁকে পরিত্যাগ করবেন, এই ভয় তিনি এইভাবে পরিত্যাগ করলেন।

শ্লোক ৩৩

বভাষ ঋষভং পুংসাং বীক্ষন্তী ভগবন্মুখম্ ।
সব্রীড়হাসরুচিরস্নিগ্ধাপাঙ্গেন ভারত ॥ ৩৩ ॥

বভাষ—তিনি বললেন; **ঋষভম্**—পরম শ্রেষ্ঠ; **পুংসাম্**—পুরুষের; **বীক্ষন্তী**—নিরীক্ষণ করে; **ভগবৎ**—শ্রীভগবানের; **মুখম্**—মুখ; **সব্রীড়**—সলজ্জ; **হাস**—হাসযুক্ত; **রুচির**—মনোহর; **স্নিগ্ধ**—স্নিগ্ধ; **অপাঙ্গেন**—এবং দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **ভারত**—হে ভরতের বংশধর।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন, রুক্মিণী সলজ্জ হাসিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের মুখমণ্ডলে মনোরম, স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩৪

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

নন্বেবমেতদরবিন্দবিলোচনাহ্
যদ্বৈ ভবান্ ভগবতোঽসদৃশী বিভূম্নঃ ।
ক্ব স্বে মহিম্ন্যভিরতো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ
ক্বাহং গুণপ্রকৃতিরজ্ঞগৃহীতপাদা ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ—শ্রীরুক্মিণী বললেন; **ননু**—ভাল; **এবম্**—তাই হোক; **এতৎ**—এই; **অরবিন্দ-বিলোচন**—হে পদ্মলোচন; **আহ**—বললেন; **যৎ**—যে; **বৈ**—বস্তুত;

ভবান্—আপনি; **ভগবতঃ**—ভগবান; **অসদৃশী**—অসমান; **বিভূম্নঃ**—সর্বশক্তিমান; **ক্ব**—তুলনায় কোথায়; **স্বে**—তাঁর নিজের; **মহিম্নি**—মহিমা; **অভিরতঃ**—প্রতিষ্ঠিত; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **ত্রি**—তিনজনের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মুখ্য বিগ্রহাদি); **অধীশঃ**—নিয়ন্তা; **ক্ব**—এবং কোথায়; **অহম্**—আমি; **গুণ**—জাগতিক গুণাবলীর; **প্রকৃতিঃ**—যার স্বভাব; **অজ্ঞ**—মূঢ়জন দ্বারা; **গৃহীতা**—বন্দিত; **পাদা**—যাঁর পদদ্বয়।

অনুবাদ

শ্রীরুক্মিণী বললেন—হে কমলনয়ন, প্রকৃতপক্ষে আপনি যা বলেছেন, তা সত্যি। আমি অবশ্যই সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের জন্য অযোগ্য। যিনি তিন প্রধান বিগ্রহের অধীশ্বর, যিনি আপন মহিমায় আনন্দিত সেই ভগবানের সঙ্গে আমার মতো জড়গুণাবলী সম্পন্ন কোনও নারী যাকে কেবল মূর্খেরাই পাদবন্দনা করে থাকে, তার কী তুলনা চলে?

তাৎপর্য

নিজেকে রুক্মিণীর স্বামী হবার অযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত করে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে দোষগুলি বর্ণনা করেছিলেন, শ্রীল শ্রীধর স্বামী তার একটি তালিকা দিয়েছেন। এইগুলি হল, অসমত্ব, ভয়, সমুদ্রাশ্রয়, অবিজ্ঞত্ব, অরাজত্ব, অবসন্নতা, নিষ্কিঞ্চনত্ব, নির্গুণত্ব, ভিক্ষুকদের কাছে শ্লাঘা, ঔদাসীন্য এবং অকামত্ব। শ্রীভগবান দাবী করেছেন যে, তাঁর মধ্যে এইসব অসদ্‌গুণাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে রুক্মিণী ব্যর্থ হয়েছিলেন। এখন রুক্মিণী দেবী শ্রীভগবানের সকল কথার উত্তর প্রদান করতে শুরু করলেন।

প্রথমে তিনি এই অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উত্তর প্রদান করছেন—*কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্*—"কেন তুমি আমাদের বরণ করেছিলে, যারা তোমার সমান নয়?" এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বলছেন যে, তিনি এবং শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই সমান নন, কারণ কেউই শ্রীভগবানের সমান হতে পারে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর পরম বিনম্রতায় রুক্মিণীদেবী নিজেকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে পরিচয় প্রদান করেছেন, কিন্তু রুক্মিণী, লক্ষ্মীদেবী হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর অংশপ্রকাশ।

শ্লোক ৩৫

সত্যং ভয়াদিব গুণেভ্য উরুক্রমান্তঃ
শেতে সমুদ্র উপলম্ভনমাত্র আত্মা ।
নিত্যং কদিন্দ্রিয়গণৈঃ কৃতবিগ্রহস্ত্বং
ত্বৎ সেবকৈর্নৃপপদং বিধুতং তমোঽন্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্যম্—সত্য; **ভয়াৎ**—ভয়বশতঃ; **ইব**—যেন; **গুণেভ্যঃ**—জাগতিক গুণাবলীর; **উরুক্রম**—হে উরুক্রম; **অন্তঃ**—মধ্যে; **শেতে**—আপনি শয়ন করেছেন; **সমুদ্রে**—সমুদ্রে; **উপলম্ভণ-মাত্র**—শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ; **আত্মা**—পরমাত্মা; **নিত্যম্**—সর্বদা; **কৎ**—অসৎ; **ইন্দ্রিয়গণৈঃ**—সকল জড় ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে; **কৃত বিগ্রহঃ**—যুদ্ধ করছেন; **ত্বম্**—আপনি; **ত্বৎ**—আপনার; **সেবকৈঃ**—সেবকগণ দ্বারা; **নৃপ**—রাজার; **পদম্**—পদ; **বিধুতম্**—পরিত্যাগ করেছেন; **তমঃ**—অন্ধকার; **অন্ধম্**—অন্ধ।

অনুবাদ

হে উরুক্রম, হ্যাঁ, যেন জাগতিক গুণাবলীর ভয়ে ভীত হয়ে আপনি সমুদ্রমধ্যে শয়ন করে থাকেন এবং এইভাবে শুদ্ধ চেতনায় আপনি হৃদয় মধ্যে পরমাত্মারূপে আবির্ভূত হন। আপনি সর্বদা মূঢ় জাগতিক ইন্দ্রিয়াদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আপনার সেবকেরাও অজ্ঞানতার অন্ধকারের দিকে আকর্ষণকারী সমস্ত রাজকীয় আধিপত্যের অধিকার পরিত্যাগ করেন।

তাৎপর্য

দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, *রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্* "রাজার ভয়বশত, আমরা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।" এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করছেন যে, গুণ অর্থাৎ জড়া-প্রকৃতির গুণাবলীই এই জগতের প্রকৃত শাসক যা প্রতিটি জীবকে কাজকর্মে নিযুক্ত থাকতে বাধ্য করে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু ভয় পান যে, তাঁর ভক্ত জড়া প্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবাধীন হয়ে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়বে, তাই তিনি তাদের হৃদয়-সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সর্বজ্ঞ পরমাত্মারূপে সেখানে অবস্থান করেন *(উপলম্ভনমাত্র আত্মা)*। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের রক্ষা করেন। এছাড়া *উপলম্ভন মাত্রঃ* শব্দটি আরও নির্দেশ করে যে, শ্রীভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে ধ্যানের বিষয়বস্তু হয়ে বিরাজ করেন।

শ্লোক ১২-তে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন, *বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্*—"আমরা শক্তিশালী সকলের সঙ্গে শত্রুতা সৃষ্টি করেছি।" এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই জগতে জড় ইন্দ্রিয়গুলিই শক্তিশালী। শ্রীভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দের পক্ষে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন আর এইভাবে তাদের অপ্রাকৃত শুদ্ধতার জন্য সংগ্রামে তিনি তাদের অবিরাম সাহায্য করার চেষ্টা করছেন। ভক্তবৃন্দ যখন অপ্রয়োজনীয় জাগতিক আচরণ অভ্যাসগুলি থেকে মুক্ত হন, তখন শ্রীভগবান নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেন এবং তারপর শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তগণের নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্কটি এক অবিসম্বাদিত পরম সত্য হয়ে ওঠে।

ঐ একই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *ত্যক্ত-নৃপাসনান্*—"আমরা রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করেছি।" কিন্তু এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করেছেন যে, এই জগতে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের মর্যাদা সাধারণত তথাকথিত শক্তিমান নেতাদের অন্ধকার ও অন্ধতায় বিজড়িত করে। যেমন বলা হয়, "ক্ষমতা থেকে দুরাচার জন্মে।" তাই শ্রীভগবানের প্রেমময়ী সেবকদেরও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতার কূটনীতি থেকে দূরে থাকার প্রবণতা থাকে। শ্রীভগবান স্বয়ং, তাঁর আপন চিন্ময় আনন্দে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হওয়ায় কখনও জড় রাজনৈতিক পদের জন্য আগ্রহী হন না। এইভাবে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী সঠিকভাবেই, শ্রীভগবানের পরম চিন্ময় স্বভাবের প্রমাণরূপে তাঁর আচরণগুলি বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩৬

ত্বৎপাদপদ্মমকরন্দজুষাং মুনীনাং
বর্ত্মাস্ফুটং নৃপশুভির্ননু দুর্বিভাব্যম্ ।
যস্মাদলৌকিকমিবেহিতমীশ্বরস্য
ভূমংস্তবেহিতমথো অনু যে ভবন্তম্ ॥ ৩৬ ॥

ত্বৎ—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **পদ্ম**—পদ্মসদৃশ; **মকরন্দ**—মধু; **জুষাম্**—আস্বাদনকারী; **মুনীনাম্**—ঋষিগণের জন্য; **বর্ত্ম**—(আপনার) পথ; **অস্ফুটম্**—স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান নয়; **নৃ**—মনুষ্যরূপে; **পশুভিঃ**—পশুদের দ্বারা; **ননু**—নিশ্চিতরূপে, তখন; **দুর্বিভাব্যম্**—দুর্বোধ্য; **যস্মাৎ**—যেহেতু; **অলৌকিকম্**—অলৌকিক; **ইব**—যেন; **ঈহিতম্**—কার্যাবলী; **ঈশ্বরস্য**—ভগবানের; **ভূমন্**—হে সর্বশক্তিমান; **তব**—আপনার; **ঈহিতম্**—কার্যাবলী; **অথ-উ**—সুতরাং; **অনু**—অনুবর্তন করেন; **যে**—যিনি; **ভবন্তম্**—আপনাকে।

অনুবাদ

আপনার পাদপদ্মের মধু আস্বাদনকারী ঋষিগণের কাছেও দুর্জ্ঞেয়, আপনার গতিবিধি পশুর মতো আচরণকারী মানুষের কাছে তো দুর্বোধ্য হবেই। আর যেহেতু আপনার কার্যাবলী চিন্ময়, তাই হে ভূমন্, আপনার অনুবর্তনকারীগণের কার্যাবলীও তেমন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

এখানে রাণী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোক্ত শ্লোক ১৩ উক্তির উত্তর প্রদান করছেন—

অস্পষ্ট বর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্ ।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ ॥

"হে সুভ্রু (সুন্দর ভ্রুবিশিষ্টা রমণী), নারীরা যখন সমাজের অননুমোদিত পথের অনুসারী, এবং অনিশ্চিত আচরণকারী পুরুষের সঙ্গে থাকে, তখন তাদের জন্য দুঃখ ভোগই নির্ধারিত হয়।"

এই শ্লোকে রুক্মিণী *আলোক পথম্* শব্দটি গ্রহণ করছেন 'অপার্থিব পথ' কথাটি বোঝাতে। যারা পার্থিব আচরণাদির মধ্যে আবদ্ধ, তারা এই জগতকে অন্ধবিস্তর পশুর মতোই ভোগ করার চেষ্টা করে। এমন কি এই ধরনের মানুষেরা যদি 'সংস্কৃতিসম্পন্ন' হয়, তবুও তাদের নিতান্তই পরিমার্জিত রুচির পশু রূপেই বিবেচনা করা উচিত। শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী উল্লেখ করেছেন যে, শ্রীভগবানের কার্যকলাপ যেহেতু সর্বদাই চিন্ময়, তাই তা সাধারণ মানুষের কাছে অস্পষ্ট বা 'অস্বচ্ছ' থাকে এবং শ্রীভগবানকে জানার চেষ্টায় নিয়োজিত মুনি-ঋষিরাও এই সকল কার্যাবলী সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না।

শ্লোক ৩৭

নিষ্কিঞ্চনো ননু ভবান্ ন যতোঽস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মৈ বলিং বলিভুজোঽপি হরন্ত্যজাদ্যাঃ ।
ন ত্বাং বিদন্ত্যসুতৃপোঽন্তকমাঢ্যতান্ধাঃ
প্রেষ্ঠো ভবান্ বলিভুজামপি তেঽপি তুভ্যম্ ॥ ৩৭ ॥

নিষ্কিঞ্চনঃ—নিঃস্ব; **ননু**—বস্তুত; **ভবান্**—আপনি; **ন**—না; **যতঃ**—যার অতীত; **অস্তি**—বিদ্যমান; **কিঞ্চিৎ**—কোন কিছু; **যস্মৈ**—যার; **বলিম্**—পূজা; **বলি**—পূজার; **ভুজঃ**—ভোক্তা; **অপি**—এমন কি; **হরন্তি**—প্রদান করেন; **অজ-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মার দ্বারা; **ন**—না; **ত্বা**—আপনি; **বিদন্তি**—জ্ঞাত হওয়া; **অসু-তৃপঃ**—দেহগতভাবে সন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ; **অন্তকম্**—মৃত্যুরূপে; **আঢ্যতা**—তাদের সম্পদের মান দ্বারা; **অন্ধাঃ**—অন্ধ; **প্রেষ্ঠঃ**—অত্যন্ত প্রিয়; **ভবান্**—আপনি; **বলি-ভুজাম্**—পূজার পরম ভোক্তাদের জন্য; **অপি**—ও; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **তুভ্যম্**—(প্রিয়) আপনার।

অনুবাদ

আপনি নিষ্কিঞ্চন, কারণ আপনার অতীত আর কিছুই নেই। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাগণ যাঁরা পূজা অর্চনাদির মহৎ ভোক্তা, আপনাকে পূজা নিবেদন করে থাকেন। যারা তাদের সম্পদ বৈভবে অন্ধ এবং তাদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি করতেই মগ্ন থাকে, তারা মৃত্যুরূপী আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করে না। কিন্তু পূজার ভোক্তা দেবতাদের কাছে, আপনি যেমন প্রিয়, তেমনই তারাও আপনার কাছে প্রিয়।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী শ্লোক ১৪-তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উত্তর প্রদান করছেন—

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে ॥

"আমরা অকিঞ্চন এবং তাই নিঃস্ব মানুষদের কাছে আমরা প্রিয়। সুতরাং, হে ক্ষীণকটি নারী, ধনবানেরা ক্বচিৎ কখনও আমার পূজা করে থাকে।"

রাণী রুক্মিণী *নিষ্কিঞ্চনো নন্থ*, 'আপনি অবশ্যই নিষ্কিঞ্চন' বলার মাধ্যমে তাঁর কথা শুরু করছেন। *কিঞ্চন* শব্দটির মানে 'অল্প কিছু' এবং প্রারম্ভে *নির*—অথবা, এখানে তা যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, *নিস*—নঞর্থক ইঙ্গিত করছে। তাই সাধারণভাবে *নিষ্কিঞ্চন* অর্থ, 'যার অল্প কিছুও নেই', অথবা অন্যভাবে 'যার কিছুই নেই।'

কিন্তু বর্তমান শ্লোকটিতে রাণী রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'নিষ্কিঞ্চন' বলছেন, তার কারণ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ কপর্দকশূন্য ব্যক্তি, বরং তা এইজন্য যে, তিনি স্বয়ং সমস্তকিছু। অন্যভাবে বলতে গেলে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, তাই যা কিছু বিদ্যমান, তার সমস্তকিছুই তাঁর মধ্যে রয়েছে। শ্রীভগবানের অস্তিত্বের বাইরে দ্বিতীয় কোনও বস্তু নেই যে শ্রীভগবানকে যার মালিক বা অধিকারী হতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, কোনও মানুষ একটি গৃহ বা একটি বাড়ি বা একটি সন্তান বা অর্থের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বস্তু কখনও সেই মানুষটি হয়ে যেতে পারে না—তারা মানুষটির বাইরেই বিদ্যমান থাকে। কেবলমাত্র তাদের উপরে মানুষের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, এই অর্থে আমরা বলি যে, সে তার অধিকারী। কিন্তু শ্রীভগবান তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, শুধু তাই নয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমগ্র সৃষ্টি তাঁরই মধ্যে বিরাজ করে আছে। এইভাবে কোন কিছুই তাঁর বাইরে নয় যে, তিনি তার অধিকারী হতে পারেন, ঠিক যেভাবে আমরা বাহ্যিক বস্তুর অধিকারী হই বলে দাবি করে থাকি।

আচার্যগণ *নিষ্কিঞ্চন* শব্দটি এইভাবে ব্যাখ্যা করছেন—কোনও মানুষ কোনও কিছুর অধিকারী বলতে এই অর্থ বোঝায় যে, সে সমস্ত কিছুর অধিকারী নয়। কিংবা অন্যভাবে বলতে গেলে, আমরা যদি বলি যে, কোনও মানুষ কোনও সম্পত্তির মালিক, তা হলে আমরা পরোক্ষভাবে ব্যক্ত করি যে, সমস্ত সম্পত্তির মালিক সে নয়, বরং কিছু নির্দিষ্ট সম্পত্তিরই মালিক। সাধারণ উৎকর্ষের অভিধানে 'কিছু' শব্দটি ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে যে, কোনও অনির্দিষ্ট বা আলাদাভাবে

অনুল্লেখিত সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি যা অবশিষ্ট হতে পৃথক'। সংস্কৃত শব্দ *কিঞ্চন* মোট পরিমাণের একটি অংশের এই ভাবকে প্রকাশ করছে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র কিছু পরিমাণ মাধুর্য, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও অন্যান্য ঐশ্বর্যসমূহের অধিকারী, এই ধারণা খণ্ডন করার জন্য তাঁকে *নিষ্কিঞ্চন* বলা হয়েছে। বরং, তিনি অনন্ত মাধুর্য, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সম্পদ ইত্যাদির অধিকারী। তিনি বাস্তবিকই এমনই, কারণ তিনি যে পরম ব্রহ্ম!

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের প্রথম খণ্ডে তাঁর ভূমিকাটি নিম্নোক্ত বক্তব্যের দ্বারা শুরু করেছেন, যা আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক—"ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান সমপর্যায়ভুক্ত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* ব্রহ্মজ্ঞানের চরম লক্ষ্য ভেদ করেছে। ভগবান বলতে বোঝায় পরম ঈশ্বর, কিন্তু ব্রহ্ম সমস্ত শক্তির পরম উৎস।" এখানে শ্রীল প্রভুপাদ একটি মৌলিক দার্শনিক বিষয়কে স্পর্শ করেছেন। ভগবানকে সাধারণত 'পরম তত্ত্ব' রূপে ব্যাখ্যা করা হয় এবং 'পরম' শব্দটিকে অভিধান এইভাবে ব্যাখ্যা করছে—(১) মর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ইত্যাদিতে সর্বোচ্চ, (২) গুণ, কীর্তি, সম্পাদন ইত্যাদিতে সর্বোচ্চ; (৩) পদে সর্বোচ্চ; এবং (৪) সর্বশেষ; চরম। এই সকল সংজ্ঞার কোনটিই যথেষ্টরূপে পরম অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন বিশেষ আমেরিকাবাসীকে আমরা পরম ধনী বলতে পারি এই ভাব নিয়ে যে, সে অন্য কোন আমেরিকাবাসীদের চেয়ে ধনী, অথবা দেশের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টকে আমরা সর্বোচ্চ বিচারালয় বলতে পারি, যদিও নিশ্চিতরূপে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে এর পরম কর্তৃত্ব নেই, কারণ এই সমস্ত ক্ষেত্রে সেটি রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার সঙ্গে কর্তৃত্ব ভাগ করে নেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, 'পরম' শব্দটি শাসকবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে বোঝায় এবং তাই পরম পুরুষকে কেবল অন্যান্য সকল জীবের মূল রূপে নয়, অবশ্যই বিদ্যমান সমস্ত কিছুর বা সকল জীবের মহত্তম বা শ্রেষ্ঠ রূপে শুধুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। এইভাবে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ধারণা কোনও পরম পুরুষের ধারণা থেকেও উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত এবং বৈষ্ণব দর্শন সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে এই বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র পরম পুরুষই নন—তিনি পরম ব্রহ্ম, এবং ঠিক সেই বিষয়টি তাঁর পত্নী এখানে উল্লেখ করছেন। তাই *নিষ্কিঞ্চন* শব্দটি, শ্রীকৃষ্ণ কোন ঐশ্বর্য ধারণ করেন না একথা নির্দেশ করে না, বরং সকল ঐশ্বর্যই তিনি

ধারণ করেন, একথাই বোঝায়। সেই অর্থেই, নিজেকে *নিষ্কিঞ্চন* রূপে শ্রীকৃষ্ণের সংজ্ঞা, রুক্মিণীদেবী গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ১৪-তে শ্রীকৃষ্ণ আরও উল্লেখ করেছেন *নিষ্কিঞ্চন-জন-প্রিয়ঃ* "আমি নিঃস্বগণের প্রিয়।" কিন্তু, এখানে, রাণী রুক্মিণী উল্লেখ করেছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদশালী পুণ্যাত্মাগণ, দেবতারাও নিয়মিত শ্রীভগবানের পূজা করেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, দেবতারা শ্রীভগবানের নিয়োজিত প্রতিভূ হওয়ার ফলে তাঁরা জানেন যে, সমস্ত কিছুই শ্রীভগবানের, এই অর্থে যে, সমস্ত কিছুই তাঁর অংশ, যেমন উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং *নিষ্কিঞ্চন-জন-প্রিয়াঃ* কথাটি এই অর্থে যথার্থ যে, কোন কিছুই যেহেতু ভগবান ও তাঁর শক্তিসমূহ ব্যতীত বিদ্যমান নয়, তাই ভগবানের পূজারীগণ কতখানি ধনীরূপে প্রকাশিত, সেটা বিচার্য নয়, কারণ প্রকৃতপক্ষে প্রেমময়ী আচরণ রূপে শ্রীভগবানের আপন শক্তি ব্যতীত তাঁকে কিছুই নিবেদন করার নেই। এই একই ধারণা উদাহরণরূপে প্রযোজ্য হয়, যখন কেউ গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা করে অথবা কোন সন্তান যখন তার পিতার জন্মদিনে তার পিতার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে পিতাকেই উপহার প্রদান করে। পিতা তার নিজের উপহারের জন্য অর্থ দিচ্ছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সন্তানের ভালবাসার জন্য আগ্রহী। তেমনই শ্রীভগবান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, আর তখন বদ্ধ জীব শ্রীভগবানের সৃষ্টির বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করে। পুণ্যাত্মাগণ তাঁদের সংগ্রহ থেকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্যগুলি যজ্ঞরূপে শ্রীভগবানকে প্রত্যর্পণ করেন এবং এইভাবে নিজেদের শুদ্ধ করেন। যেহেতু সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং এর সমস্ত কিছুই শ্রীভগবানের শক্তি, তাই আমরা বলতে পারি যে, ভগবানের পূজা যাঁরা করেন, তাঁদের কিছুই নেই।

আরো চলিত কথায় বলা যায় যে, যে সকল মানুষ তাদের মহাসম্পদে গর্বিত, তারা শ্রীভগবানের প্রতি প্রণতি নিবেদন করে না। রাণী রুক্মিণী এই সমস্ত মূর্খদের উল্লেখ করেছেন। তাদের অনিত্য দেহে সন্তুষ্ট হয়ে, তাদের অলক্ষ্যে থাকা মৃত্যুর দিব্য শক্তি তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু দেবতাগণ, যাঁরা যতদূর সম্ভব ধনশালী জীব, তাঁরা নিয়মিতভাবে শ্রীভগবানের প্রতি যজ্ঞ নিবেদন করেন এবং এইভাবে এখানে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, ভগবান তাঁদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকেন।

শ্লোক ৩৮

ত্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা
যদ্বাঞ্ছয়া সুমতয়ো বিসৃজন্তি কৃৎস্নম্ ।

তেষাং বিভো সমুচিতো ভবতঃ সমাজঃ
পুংসঃ স্ত্রিয়াশ্চ রতয়োঃ সুখদুঃখিনোর্ন ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্—আপনি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **সমস্ত**—সমস্ত; **পুরুষ**—মনুষ্য জীবনের; **অর্থ**—লক্ষ্যের; **ময়ঃ**—অন্তর্ভুক্ত; **ফল**—চরম লক্ষ্যের; **আত্মা**—আত্মা; **যৎ**—যার জন্য; **বাঞ্ছয়া**—আকাঙ্ক্ষাবশত; **সু-মতয়ঃ**—বুদ্ধিমান মানুষেরা; **বিসৃজন্তি**—উপেক্ষা করেন; **কৃৎস্নম্**—সমস্ত কিছু; **তেষাম্**—তাদের জন্য; **বিভো**—হে সর্বশক্তিমান; **সমুচিতঃ**—সমুচিত; **ভবতঃ**—আপনার; **সমাজঃ**—সঙ্গ; **পুংসঃ**—মানুষের; **স্ত্রিয়াঃ**—এবং নারীর; **চ**—এবং; **রতয়োঃ**—পরস্পর আসক্ত; **সুখ-দুঃখিনোঃ**—সুখ-দুঃখভাগী; **ন**—না।

অনুবাদ

আপনি সকল পুরুষার্থময় এবং আপনিই জীবনের চরম লক্ষ্য। আপনাকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষায়, হে সর্বশক্তিমান ভগবান, বুদ্ধিমান মানুষেরা সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে। তারাই আপনার সঙ্গ লাভের যোগ্য হয়—পারস্পরিক কামনা থেকে উৎপন্ন শোক ও আনন্দে মগ্ন নারী ও পুরুষেরা তাঁর যোগ্য হয় না।

তাৎপর্য

এখানে রাণী রুক্মিণী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্লোক ১৫-এর বক্তব্য খণ্ডন করেছেন—

যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্যাকৃতির্ভবঃ ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ ॥

"যারা তাদের সম্পদে, জন্মে, প্রভাবে, চেহারায় এবং বংশ মর্যাদায় সমান তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ ও মৈত্রী যথাযথ হয়, কিন্তু কোনও উত্তম এবং কোনও অধমের মধ্যে কখনই তা হয় না।" বাস্তবিকই, যারা এই ধরনের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জড় ধারণাগুলি পরিত্যাগ করেছেন এবং ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানের প্রেমময়ী সেবা অনুশীলন গ্রহণ করেছেন, তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তাঁদের প্রকৃত বন্ধু ও সঙ্গী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শ্লোক ৩৯

ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব
আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি ।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগ-
ধ্বস্তাশিষোঽব্জভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥ ৩৯ ॥

ত্বম্—আপনি; **ন্যস্ত**—ত্যক্ত; **দণ্ড**—সন্ন্যাসীর দণ্ড; **মুনিভিঃ**—মুনিগণ দ্বারা; **গদিত**—কথিত হয়েছে; **অনুভাবঃ**—যাঁর পরাক্রম; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম**—স্বয়ং আপনাকে; **দঃ**—যিনি প্রদান করেন; **চ**—ও; **জগতাম্**—সমগ্র জগতের; **ইতি**—এইভাবে; **মে**—আমার দ্বারা; **বৃতঃ**—বরণীয় হয়েছেন; **অসি**—আপনি; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ভবৎ**—আপনার; **ভ্রুবঃ**—ভ্রূ হতে; **উদীরিত**—উৎপন্ন; **কাল**—কালের; **বেগ**—বেগ দ্বারা; **ধ্বস্ত**—বিনষ্ট; **আশিষঃ**—যাদের আশা; **অজ**—পদ্মজাত (শ্রীব্রহ্মা); **ভব**—শিব; **নাক**—স্বর্গের; **পতিন্**—পতি; **কুতঃ**—আর কি কথা; **অন্যে**—অন্যদের।

অনুবাদ

আপনার মহিমা ঘোষণার জন্য মহান মুনিগণ সন্ন্যাসীর দণ্ড পরিত্যাগ করেছেন, আপনি সমগ্র জগতের পরমাত্মা এবং আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনি নিজেকে পর্যন্ত দান করেন, তা অবগত হয়ে আপনার ভ্রূ-জাত কালবেগ দ্বারা বিনষ্ট আশিস ব্রহ্মা, শিব ও স্বর্গের শাসকবর্গকে পরিত্যাগ করে আমার পতিরূপে আমি আপনাকে বরণ করেছি। অন্য কোনও বরে আমার আর কি আগ্রহ থাকতে পারে?

তাৎপর্য

শ্লোক ১৬-তে শ্রীকৃষ্ণের যে উক্তি, তা রাণী রুক্মিণী এইভাবে খণ্ডন করেছেন। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—*ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা* "আমি বিভ্রান্ত ভিক্ষুকদের কাছে বন্দিত হই।" কিন্তু রাণী রুক্মিণী উল্লেখ করেছেন যে, সেই সমস্ত ভিক্ষুক বলতে যাঁদের বোঝানো হয়, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জীবনের পরমহংস স্তরের ঋষিবর্গ—যে মুনি-ঋষি এবং সন্ন্যাসীরা পারমার্থিক উন্নতির পরমস্তর লাভ করে সন্ন্যাসীর দণ্ডও পরিত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পত্নীর বিরুদ্ধে শ্লোক ১৬-তে দুটো নির্দিষ্ট অনুযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন *বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায়*—"হে বৈদর্ভি, তুমি পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ছিলে না"—এবং *ত্বয়াদীর্ঘ-সমীক্ষয়া*—"কারণ তুমি অদূরদর্শী।' বর্তমান শ্লোকে রুক্মিণীর বক্তব্য *ইতি মে বৃতোঽসি* অভিব্যক্ত করেছে যে, 'আমার পতিরূপে আমি আপনাকে বরণ করেছিলাম, কারণ আপনি উল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী। এটি মোটেই অন্ধ বিচার হয়নি।" রুক্মিণী আরও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্রহ্মা, শিব ও স্বর্গের শাসকবর্গের মতো কম ব্যক্তিত্বসম্পন্নদেরকে উপেক্ষা করেছিলেন কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, জাগতিকভাবে তাঁরা মহৎ ব্যক্তিত্ব হলেও, শ্রীকৃষ্ণের ভ্রূ হতে উৎপন্ন শক্তিশালী কাল-বেগের কাছে তাঁরা পরাভূত। সুতরাং অদূরদর্শিতা পরিহার করে রুক্মিণী সামগ্রিক মহাজাগতিক পরিস্থিতির পূর্ণ গুণ বিচার করার পরেই শ্রীকৃষ্ণকে মনোনয়ন

করেছিলেন। এইভাবে তিনি এখানে প্রেমভরে তাঁর পতিকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর রুক্মিণীর মনোভাব এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, "হে পতিদেব আমার অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে আপনার অভিযোগ থেকে বোঝা যায় যে, পরিস্থিতির সম্পর্কে আমার গভীর অনুধাবন সম্পর্কে আপনি অবগত ছিলেন। বাস্তবিকই, আপনার প্রকৃত মহিমা জানতাম বলেই আমি আপনাকে বরণ করেছিলাম।"

শ্লোক ৪০

জাড্যং বচস্তব গদাগ্রজ যস্তু ভূপান্
বিদ্রাব্য শার্ঙ্গনিনদেন জহর্থ মাং ত্বম্ ।
সিংহো যথা স্ববলিমীশ পশূন্ স্বভাগং
তেভ্যো ভয়াদ্ যদুদধিং শরণং প্রপন্নঃ ॥ ৪০ ॥

জাড্যম্—অসঙ্গত; **বচঃ**—বাক্য; **তব**—আপনার; **গদাগ্রজ**—হে গদাগ্রজ; **যঃ**—যিনি; **তু**—ও; **ভূ-পান্**—রাজাদের; **বিদ্রাব্য**—দূরীভূত করে; **শার্ঙ্গ**—আপনার ধনুক শার্ঙ্গের; **নিনাদেন**—নিনাদ দ্বারা; **জহর্থ**—অপহরণ করেছিলেন; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—আপনি; **সিংহঃ**—সিংহ; **যথা**—যেমন; **স্ব**—আপন; **বলিম্**—পূজা; **ঈশ**—হে ঈশ; **পশূন্**—পশু; **স্ব-ভাগম্**—তার নিজ ভাগ; **তেভ্যঃ**—তাদের; **ভয়াৎ**—ভয়বশত; **যৎ**—সেই; **উদধীম্**—সমুদ্রের; **শরণম্ প্রপন্নঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

হে ঈশ, সিংহ যেমন ইতর প্রাণীদের দূর করে দিয়ে তার যথার্থ ভোজ্য গ্রহণ করে, তেমনই আপনার শার্ঙ্গ ধনুর জ্যা নিনাদিত করে সমবেত রাজাদের আপনি দূর করে দিয়েছিলেন এবং তারপর আপনার যথার্থ অংশ, আমাকে দাবী করেছিলেন। হে গদাগ্রজ, তাই আপনার পক্ষে বলা নিতান্তই অসঙ্গত যে, আপনি সেইসব রাজাদের ভয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের শ্লোক ১২-তে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, *রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্*—"সমস্ত রাজাদের ভয়ে ভীত হয়ে আমরা আশ্রয়ের জন্য সমুদ্রে চলে গিয়েছিলাম।" আচার্যবর্গের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে রুক্মিণীর পতি হতে পারতেন এমন অন্যান্য মানুষদের মহিমা কীর্তন করে তাঁর ক্রোধ প্ররোচিত করেছিলেন এবং তাই ক্ষুব্ধভাবে রুক্মিণী এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে, তিনি অজ্ঞ নন বরং শ্রীকৃষ্ণই অসঙ্গতভাবে কথা বলছেন। রুক্মিণী বলছেন, "সেই সকল

রাজাদের সামনে আপনি আমাকে অপহরণ করেছিলেন এবং আপনার শার্ঙ্গ ধনুকের সাহায্যে তাদের দূর করেছিলেন তাই ঐ রাজাদেরই ভয়ে আপনি সমুদ্রে চলে গিয়েছিলেন, একথা নিতান্তই বোকামি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, রাণী রুক্মিণী যখন এই সমস্ত কথা বলছিলেন, তখন তিনি শ্রীভগবানের দিকে ভ্রুকুঞ্চিত করে ও ক্রুদ্ধ তির্যক দৃষ্টিপাত করেছিলেন।

শ্লোক ৪১

যদ্বাঞ্ছয়া নৃপশিখামণয়োঽঙ্গবৈণ্য-
জায়ন্তনাহুষগয়াদয় ঐক্যপত্যম্ ।
রাজ্যং বিসৃজ্য বিবিশুর্বনমম্বুজাক্ষ
সীদন্তি তেঽনুপদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্ ॥ ৪১ ॥

যৎ—যাঁর; **বাঞ্ছয়া**—কামনা বশত; **নৃপ**—রাজাদের; **শিখা-মণয়ঃ**—শিখা রত্নাবলী; **অঙ্গ-বৈণ্য-জায়ন্ত-নাহুষ-গয়-আদয়ঃ**—অঙ্গ (বেনের পিতা), বৈণ্য (পৃথু, বেনের পুত্র), জায়ন্ত (ভরত), নাহুষ (যযাতি), গয় এবং অন্যান্যরা; **ঐক্য**—একচ্ছত্র; **পত্যম্**—আধিপত্য; **রাজ্যম্**—তাদের রাজ্য; **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করে; **বিবিশুঃ**—প্রবেশ করে; **বনম্**—বন; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন; **সীদন্তি**—অবসাদগ্রস্ত হয়েছিলেন; **তে**—আপনার; **অনুপদবীম্**—পথে; **তে**—তারা; **ইহ**—এই জগতে; **আস্থিতাঃ**—আশ্রিত; **কিম্**—কি ?

অনুবাদ

আপনার সঙ্গ কামনা করে, অঙ্গ, বৈণ্য, জায়ন্ত, নাহুষ, গয় এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাজারা—তাঁদের একচ্ছত্র রাজ্য পরিত্যাগ করেন ও আপনাকে অন্বেষণের জন্য বনে প্রবেশ করেন। হে কমলনয়ন, কিভাবে সেই রাজারা এই জগতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারলেন?

তাৎপর্য

এখানে রাণী কুন্তী শ্লোক ১৩-তে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থাপিত ধারণা খণ্ডন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণেরই কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করেছেন। শ্রীভগবান বলেছিলেন, *আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ*—"যে সকল নারী আমার পথ অনুসরণ করে, তারা সাধারণত দুঃখ ভোগ করে।" এখানে রুক্মিণীদেবী বলেছেন, *সীদন্তি তেঽনুপদবীং ত ইহাস্থিতাঃ কিম্*,—"যারা আপনার পথেই দৃঢ়চিত্ত হয়ে রয়েছে, তারা কেন এই জগতে দুঃখ ভোগ করবে?" তিনি অনেক মহান

রাজার উদাহরণ দিয়েছেন যাঁরা ঐকান্তিকভাবে তাঁর দিব্য সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা করে তপশ্চর্যা সম্পাদন ও ভগবানের আরাধনা করার জন্য তাঁদের প্রতিপত্তিশালী রাজ্য-পাট পরিত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী এখানে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে চেয়েছিলেন, "আপনি বলেছেন যে আমি, একজন রাজকন্যা, বুদ্ধিহীনা এবং হতাশাচ্ছন্ন, কারণ, আমি আপনাকে বিবাহ করেছি। কিন্তু কিভাবে আপনি এই সমস্ত মহান উন্নত রাজাদের বুদ্ধিহীন বলে অভিযুক্ত করবেন? তাঁরা ছিলেন মানুষের মধ্যে যথেষ্ট জ্ঞানী, যদিও তাঁরা আপনাকে অনুসরণ করার জন্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করেছিলেন কিন্তু পরিণামে তাঁরা নিশ্চয়ই হতাশাচ্ছন্ন হননি। প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা আপনার দিব্য সঙ্গের শুদ্ধতা অর্জন করেছিলেন।"

শ্লোক ৪২

কান্যং শ্রয়েত তব পাদসরোজগন্ধম্
আঘ্রায় সন্মুখরিতং জনতাপবর্গম্ ।
লক্ষ্ম্যালয়ং ত্ববিগণয্য গুণালয়স্য
মর্ত্যা সদোরুভয়মর্থবিবিক্তদৃষ্টিঃ ॥ ৪২ ॥

কা—কোন রমণী; **অন্যম্**—অন্য মানুষের; **শ্রয়েত**—আশ্রয় গ্রহণ করবে; **তব**—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়ের; **সরোজ**—পদ্মের; **গন্ধম্**—গন্ধ; **আঘ্রায়**—ঘ্রাণ যুক্ত; **সৎ**—মহান সাধুগণ দ্বারা; **মুখরিতম্**—মুখরিত; **জনতা**—সকল মানুষের জন্য; **অপবর্গম্**—মুক্তি প্রদান করে; **লক্ষ্মী**—লক্ষ্মীদেবীর; **আলয়ম্**—আলয়; **তু**—কিন্তু; **অবিগণয্য**—ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ না করে; **গুণ**—সকল চিন্ময় গুণাবলীর; **আলয়স্য**—আলয়ের; **মর্ত্যা**—মরণশীল; **সদা**—সর্বদা; **উরু**—মহা; **ভয়ম্**—ভয়; **অর্থ**—তার পরম আগ্রহ; **বিবিক্ত**—নির্ণয় করে; **দৃষ্টিঃ**—যার অন্তঃর্দৃষ্টি।

অনুবাদ

মহান ঋষিগণের বন্দিত, জনগণের মোক্ষপ্রদায়ী আপনার পাদপদ্মের সৌরভ লক্ষ্মীদেবীর আলয় স্বরূপ। সেই সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণের পরে কোন্ নারী অন্য কোনও মানুষের আশ্রয় গ্রহণ করবে? যেহেতু আপনি অপ্রাকৃত গুণাবলীর আলয়, তাই কোন্ পার্থিব নারী নিজের যথার্থ কল্যাণ নির্ধারণের অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সেই সৌরভের অনাদর করে তার পরিবর্তে সর্বদা ভয়ঙ্কর ভয়ে ভীত হয়ে আছে এমন কারও ওপরে নির্ভর করবে?

তাৎপর্য

শ্লোক ১৬-তে শ্রীকৃষ্ণ দাবী করেছেন যে, তিনি *গুণৈহীনাঃ*, "সকল সদ্‌গুণ বর্জিত।" সেই দাবী খণ্ডন করার জন্য ঐকান্তিকভাবে রুক্মিণী এখানে উল্লেখ করছেন যে, শ্রীভগবান *গুণালয়*, "সকল সদ্‌গুণাবলীর আলয়।" এই জগতের শক্তিশালী মানুষ বলতে যাদের বোঝায়, মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা অসহায় ও বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। বাস্তবিকই, সকল পৌরুষময় সত্তারই অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য হল বিনাশ। কিন্তু শ্রীভগবানের রয়েছে নিত্য, দিব্য দেহ, যা সর্বশক্তিমান ও পরম সুন্দর, আর তাই রাণী রুক্মিণী এখানে যুক্তি সহকারে প্রশ্ন তুলেছেন, কিভাবে কোনও সুবিবেচক এবং জ্ঞানসম্পন্না নারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কারও আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে?

শ্লোক ৪৩

তং ত্বানুরূপমভজং জগতামধীশম্
আত্মানমত্র চ পরত্র চ কামপূরম্ ।
স্যান্মে তবাঙ্ঘ্রিররণং সৃতিভির্ভ্রমন্ত্যা
যো বৈ ভজন্তমুপযাত্যনৃতাপবর্গঃ ॥ ৪৩ ॥

তম্—তাঁকে; **ত্বা**—আপনি; **অনুরূপম্**—অনুকূল; **অভজম্**—আমি বরণ করেছি; **জগতাম্**—সমস্ত জগতের; **অধীশম্**—অধীশ্বর; **আত্মানম্**—ভগবান; **অত্র**—এই জীবনে; **চ**—এবং; **পরত্র**—পরবর্তী জীবনে; **চ**—ও; **কাম**—কামনার; **পূরম্**—পূরণ; **স্যাৎ**—তারা হতে পারে; **মে**—আমার জন্য; **তব**—আপনার; **অঙ্ঘ্রিঃ**—পাদদ্বয়; **অরণম্**—আশ্রয়; **সৃতিভিঃ**—বিভিন্ন গতি দ্বারা (এক জীবন থেকে অন্য জীবনে); **ভ্রমন্ত্যাঃ**—ভ্রমণশীল; **যঃ**—যে (পাদদ্বয়); **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভজন্তম্**—তাদের আরাধনাকারীকে; **উপযাতি**—সান্নিধ্য; **অনৃত**—অসত্য হতে; **অপবর্গঃ**—স্বাধীন।

অনুবাদ

যেহেতু আপনি আমার উপযুক্ত, যিনি ইহজীবনে এবং পরবর্তী জীবনে আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, সকল জগতের পরমাত্মা ও প্রভু, সেই আপনাকে আমি বরণ করেছি। আপনার যে চরণপদ্মের অর্চনাকারীরা মায়ামুক্ত হন, সেই চরণাশ্রয় প্রদান করে বিভিন্ন জড়জাগতিক পরিস্থিতির মাঝে পরিভ্রমণক্লান্ত আমাকে কৃপা করুন।

তাৎপর্য

স্মৃতিভিঃ শব্দটির একটি বিকল্প পাঠ হয় *শ্রুতিভিঃ*, যার অর্থে রুক্মিণীর চিন্তাধারা এইভাবে অভিব্যক্ত হয়—'অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান ও তার ফলাফলের প্রতিশ্রুতির কথা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র থেকে শ্রবণ করে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি।" শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যেক্ষেত্রে শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এছাড়াও অভিব্যক্ত করেছেন যে, রুক্মিণী *শ্রুতিভিঃ* শব্দের দ্বারা সম্ভবত এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে—"হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনার বিভিন্ন অবতারত্বের কথা শ্রবণ করে আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমি শুনেছিলাম যে, আপনি যখন শ্রীরাম রূপে অবতরণ করেছিলেন, তখন আপনি আপনার পত্নী সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং এই জীবনে আপনি গোপীগণকে পরিত্যাগ করেছেন। তাই আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।"

শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমুক্ত পত্নী তা সুবিদিত, কিন্তু এই সমস্ত শ্লোকে তিনি শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণকারী মর্ত্যবাসী এক নারীর ভূমিকায় বিনম্র লীলা প্রদর্শন করেছেন।

শ্লোক ৪৪

তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ
স্ত্রীণাং গৃহেষু খরগোশ্ববিড়ালভৃত্যাঃ ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্
যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু গীতা ॥ ৪৪ ॥

তস্যাঃ—তাঁর; **স্যুঃ**—তাঁরা হউন (পতি); **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **উপদিষ্টাঃ**—কথিত; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীগণের; **গৃহেষু**—গৃহে; **খর**—গর্দভ রূপে; **গো**—গো; **শ্ব**—কুকুর; **বিড়াল**—বিড়াল; **ভৃত্যাঃ**—এবং ভৃত্যসমূহ; **যৎ**—যার; **কর্ণ**—কানের; **মূলম্**—মূলে; **অরি**—আপনার শত্রুগণ; **কর্ষণ**—হে বিনাশন; **ন**—কখনও না; **উপযায়াৎ**—উপস্থিত হয়নি; **যুষ্মৎ**—আপনার বিষয়; **কথা**—কথা; **মৃড়**—শিবের; **বিরিঞ্চ**—এবং ব্রহ্মা; **সভাসু**—বিদ্বৎ-সভায়; **গীতা**—কীর্তিত।

অনুবাদ

হে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ, শিব ও ব্রহ্মার সভায় কীর্তিত আপনার মহিমা যে সকল নারীর কানে কখনও প্রবেশ করেনি, আপনি যে সমস্ত রাজাদের নাম উল্লেখ করলেন,

তারা প্রত্যেকে তাদের পতি হোক। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, এই ধরনের নারীদের গৃহেই এইসব রাজারা গাধা, গরু, কুকুর, বিড়াল এবং ক্রীতদাসের মতোই বাস করে থাকে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, রাণী রুক্মিণীর এই সকল অগ্নিময় বাক্য বিস্তার এই অধ্যায়ের ১০ সংখ্যক শ্লোকে অভিব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রারম্ভিক বচনের উত্তর। শ্রীভগবান বলেছিলেন, 'হে রাজনন্দিনী, লোকপালসদৃশ ক্ষমতাশালী বহু রাজাদের কাছে তুমি আকাঙ্ক্ষিতা হয়েছিলে। তারা সকলেই ছিল রাজনৈতিক প্রভাবশালী ধনাঢ্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ঔদার্য ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, রাণী রুক্মিণী এখানে ক্রুদ্ধভাবে শ্রীভগবানের দিকে তাঁর তর্জনী নির্দেশ করে কথা বলেছিলেন। তিনি তথাকথিত বীর রাজপুত্রদের গাধার সঙ্গে তুলনা করেছেন, কারণ তারা বহু জাগতিক বোঝা বহন করে, বলদের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম নির্বাহ করবার সময় তারা সর্বদা নিপীড়িত হয়ে থাকে, কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ কুকুরীরা তাদের অগ্রাহ্য করে, বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ তারা স্বার্থপর ও নির্দয় এবং ক্রীতদাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ পারিবারিক বিষয়ে তারা অজ্ঞাবহ হয়েই থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শোনেনি কিংবা বোঝেনি যেসব রাজারা, তারাই এরকম মূর্খ নারীর কাম্য হতে পারে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যক্ত করেছেন যে, এই ধরনের রাজারা গর্দভের মতো কারণ তাদের গর্দভীরা কখনও তাদের লাথি মারে, কুকুরের মতো কারণ তাদের গৃহ রক্ষা করার জন্য আগন্তুকদের সঙ্গে তারা শত্রুর মতো আচরণ করে এবং বিড়ালের মতো কারণ তারা বিড়ালীদের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট আহার করে থাকে।

শ্লোক ৪৫

ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্
মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্ ।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ ৪৫ ॥

ত্বক্—ত্বক দ্বারা; শ্মশ্রু—শ্মশ্রু; রোম—রোম; নখ—নখ; কেশ—এবং মাথার চুল; পিনদ্ধম্—আবৃত; অন্তঃ—অভ্যন্তরে; মাংস—মাংস; অস্থি—অস্থি; রক্ত—রক্ত;

কৃমি—কৃমি; **বিট**—মল; **কফ**—কফ; **পিত্ত**—পিত্ত; **বাতম্**—এবং বায়ু; **জীবৎ**—জীবিত; **শবম্**—শবদেহ; **ভজতি**—আরাধনা করে; **কান্ত**—পতি অথবা প্রেমিক রূপে; **মতিঃ**—যার ধারণা; **বিমূঢ়া**—সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্ত; **যা**—যে; **তে**—আপনার; **পদ-অব্জ**—পাদপদ্মের; **মকরন্দম্**—মধু; **অজিঘ্রতী**—ঘ্রাণ গ্রহণ করে না; **স্ত্রী**—নারী।

অনুবাদ

যে নারী আপনার পাদপদ্মমধু আঘ্রাণ করতে ব্যর্থ, সে নিতান্তই বিমূঢ়া এবং তাই তার পতি বা প্রেমিক রূপে সে ত্বক, শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ দ্বারা আবৃত এবং মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, মল, কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জীবিত শবকেই গ্রহণ করে।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যবতী পত্নী জড়জাগতিক প্রাকৃত দেহকে ভিত্তি করে জড় ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন বিষয়ে যথেষ্ট দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে এই শ্লোকের ভাষ্য প্রদান করছেন—*স বৈ পতিঃ স্যাদ্ অকুতোভয়ঃ স্বয়ম্*—"যিনি সকল ভয় দূর করতে পারেন, তিনি অবশ্যই কারও পতি হবেন।"—বক্তব্যটি প্রতিপন্ন করে যে, শ্রীকৃষ্ণই সর্বকালের সকল নারীর প্রকৃত পতি। তাই যে নারী তার পতি রূপে অন্য কোনও পুরুষের আরাধনা করে, সে নিতান্তই একটি মৃত দেহেরই আরাধনা করে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেছেন—রুক্মিণী তাই বিবেচনা করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের মাধুর্য সুবিদিত হলেও এবং তিনি এক সচ্চিদানন্দময় দেহের অধিকারী হলেও মূর্খ নারীরা তাঁকে পরিহার করে থাকে। কোনও সাধারণ পতির দেহ বাহ্যত ত্বক ও কেশে আবৃত থাকে; অথবা, রক্ত, মল, মাংস, পিত্ত ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকে বলে তার দুর্গন্ধ ও অন্যান্য বিরূপ আকর্ষণে মাছি এবং অন্য জঘন্য প্রাণীতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভাবনামৃতের সৌন্দর্য ও শুদ্ধতার কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা যাদের নেই, তারা জড় দেহ পরিতৃপ্তির এই ধরনের অনমনীয় প্রত্যাখ্যানে বিভ্রান্ত হতেই পারে। কিন্তু যারা কৃষ্ণভাবনামৃতে আস্বাদনের মাধ্যমে উন্নত, তাঁরা এমন পরম সত্যনিষ্ঠ বক্তব্যে উদ্দীপ্ত ও উৎসাহিতই হবেন।

শ্লোক ৪৬

অস্ত্বম্বুজাক্ষ মম তে চরণানুরাগ
আত্মন্ রতস্য ময়ি চানতিরিক্তদৃষ্টেঃ ।

যর্হ্যস্য বৃদ্ধয় উপাত্তরজোঽতিমাত্রো
মামীক্ষসে তদু হ নঃ পরমানুকম্পা ॥ ৪৬ ॥

অস্তু—হউক; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমলনয়ন; **মম**—আমার; **তে**—আপনার; **চরণ**—চরণযুগলের জন্য; **অনুরাগঃ**—দৃঢ় অনুরাগ; **আত্মন্**—আপনাতে; **রতস্য**—যে আপনার আনন্দ গ্রহণ করে; **ময়ি**—আমার প্রতি; **চ**—এবং; **অনতিরিক্ত**—অতিরিক্ত নয়; **দৃষ্টেঃ**—যার দৃষ্টিপাত; **যর্হি**—যখন; **অস্য**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **বৃদ্ধয়ে**—বৃদ্ধির জন্য; **উপাত্ত**—ধারণকারী; **রজঃ**—রজ গুণের; **অতি-মাত্রাঃ**—প্রচুর পরিমাণ; **মাম্**—আমার দিকে; **ঈক্ষসে**—আপনি অবলোকন করেন; **তৎ**—সেই; **উ হ**—অবশ্যই; **নঃ**—আমাদের জন্য; **পরম**—পরম; **অনুকম্পা**—কৃপার প্রদর্শন।

অনুবাদ

হে কমলনয়ন, যদিও আপনি আত্মতৃপ্ত এবং তাই কদাচিৎ আমার প্রতি আপনার মনোযোগ প্রদান করেন, তবু কৃপা করে আপনার পাদপদ্মের অচল প্রেম দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন। যখন এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য আপনি রজোগুণের প্রাধান্য নিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখনই প্রকৃতপক্ষে আপনার পরম অনুকম্পা আমার প্রতি প্রদর্শিত হয়।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ২০ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "আমরা সর্বদা আত্মতৃপ্ত থাকি। আমরা পত্নী, পুত্র ও সম্পদের প্রতি উদাসীন।" এখানে রুক্মিণীদেবী বিনম্রভাবে উত্তর প্রদান করছেন, "হ্যাঁ, আপনি আত্মানন্দী আর তাই কদাচিৎ আমাকে লক্ষ্য করেন।"

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই রুক্মিণীর প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা ঘোষণা করেছেন (*ভাগবত* ১০/৫৩/২) *তথাহমপি তচ্চিত্তো নিদ্রাঞ্চ ন লভে নিশি।* "আমিও তার কথা ভাবছি—এতটাই, যে আমি রাত্রে ঘুমাতে পারি না।" শ্রীকৃষ্ণ আত্মানন্দী, এবং আমরা যদি স্মরণ করি যে, শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি, তা হলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব যে, শ্রীমতী রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণরই শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দের প্রকাশ।

কিন্তু এখানে রাণী রুক্মিণী নিজেকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে বিনম্রভাবে পরিচয় দিয়েছেন, যা তাঁর অংশ প্রকাশ। তাই তিনি বলছেন, "যদিও কখনও আপনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু যখন জড় বিশ্ব প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হন এবং সেই জন্য রজোগুণের মাধ্যমে কাজ শুরু করেন, যা আপনারই শক্তি,

তখন আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এইভাবে আপনি আমাকে আপনার পরম অনুকম্পা প্রদর্শন করেন।" তাই আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, রুক্মিণীদেবীর বক্তব্যকে দু'ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে। আর, বৈষ্ণব মণ্ডলী অবশ্যই কেবলমাত্র সর্বজন স্বীকৃত আচার্য মণ্ডলীর কাছ থেকেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনতত্ত্ব বিশদভাবে উপলব্ধি করার পরে শ্রীভগবান ও তাঁর উন্নত ভক্ত সমাজের মধ্যে এই সমস্ত প্রেমময়ী বিষয়াদির আস্বাদন গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ৪৭

নৈবালীকমহং মন্যে বচস্তে মধুসূদন ।
অম্বায়া এব হি প্রায়ঃ কন্যায়াঃ স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ ॥ ৪৭ ॥

ন—না; **এব**—বস্তুত; **অলীকম্**—মিথ্যা; **অহম্**—আমি; **মন্যে**—মনে করি; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **তে**—আপনার; **মধু-সূদন**—হে মধু দানবের বধকারী; **অম্বায়াঃ**—অম্বার; **এব হি**—অবশ্যই; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **কন্যায়াঃ**—কন্যা; **স্যাৎ**—জাগ্রত হয়; **রতিঃ**—আসক্তি (শাল্বের প্রতি); **ক্বচিৎ**—কদাচিৎ।

অনুবাদ

হে মধুসূদন, প্রকৃতপক্ষে আপনার কথা আমি মিথ্যা মনে করি না। কখনও অবিবাহিত কন্যাও কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়, যেমন অম্বার ক্ষেত্রে হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কথা খণ্ডন করে শ্রীমতী রুক্মিণী উদার মনে এখন শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, সাধারণ নারীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে যে একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রয়োগ করেছেন, রুক্মিণী তা স্বীকার করলেন। কাশী রাজার তিন কন্যা ছিল—অম্বা, অম্বালিকা এবং অম্বিকা—এবং অম্বা শাল্বের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। এই কাহিনী *মহাভারতে* বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৪৮

ব্যূঢ়ায়াশ্চাপি পুংশ্চল্যা মনোঽভ্যেতি নবং নবম্ ।
বুধোঽসতীং ন বিভৃয়াৎ তাং বিভ্রদুভয়চ্যুতঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যূঢ়ায়াঃ—বিবাহিত নারীর; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **পুংশ্চল্যাঃ**—দুশ্চারিণী; **মনঃ**—মন; **অভ্যেতি**—আসক্ত হয়; **নবম্ নবম্**—নতুন নতুন (প্রেমিকের) প্রতি; **বুধঃ**—

বুদ্ধিমান; **অসতীম্**—অসতী নারী; **ন বিভৃয়াৎ**—পোষণ করা উচিৎ নয়; **তাম্**—তাকে; **বিভ্রৎ**—পোষণ করে; **উভয়**—উভয় হতে (ইহলোকে এবং পরলোকে সৌভাগ্য); **চ্যুতঃ**—পতিত।

অনুবাদ

দুশ্চারিণী নারী বিবাহিতা হলেও তার মন নিত্য নতুন প্রেমিকের জন্য লালায়িত হয়। বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এমন অসতী পত্নীকে পোষণ করা উচিত নয়, কারণ তা হলে ইহজীবনে ও পরজীবনে উভয়ক্ষেত্রেই সে সৌভাগ্য চ্যুত হবে।

শ্লোক ৪৯

শ্রীভগবানুবাচ

সাধ্বেতচ্ছ্রোতুকামৈস্ত্বং রাজপুত্রি প্রলম্ভিতা ।
ময়োদিতং যদন্বাত্থ সর্বং তৎ সত্যমেব হি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—শ্রীভগবান বললেন; **সাধ্বি**—হে সাধ্বি; **এতৎ**—এই; **শ্রোতু**—শ্রবণ কর; **কামৈঃ**—(আমাদের দ্বারা) অভিলাষে; **ত্বম্**—তোমাকে; **রাজপুত্রি**—হে রাজকন্যা; **প্রলম্ভিতা**—উপহাসিত হয়েছিলে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **উদিতম্**—কথিত; **যৎ**—যা; **অন্বাত্থ**—তুমি উত্তর দিয়েছিলে; **সর্বম্**—সকলই; **তৎ**—তা; **সত্যম্**—সত্য; **এব হি**—প্রকৃতপক্ষে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে সাধ্বি, হে রাজকন্যা, আমরা তোমার এই ধরনের কথা শুনতে চেয়েছিলাম বলেই তোমাকে প্রবঞ্চনা করেছিলাম মাত্র। বাস্তবিকই, আমার কথার উত্তরে তুমি যা কিছু বলেছ, তা অতি অবশ্যই সত্য।

শ্লোক ৫০

যান্ যান্ কাময়সে কামান্ ময্যকামায় ভামিনি ।
সন্তি হ্যেকান্তভক্তায়াস্তব কল্যাণি নিত্যদা ॥ ৫০ ॥

যান্ যান্—যা যা; **কাময়সে**—তুমি কামনা কর; **কামান্**—আশীর্বাদ; **ময়ি**—আমার কাছে; **অকামায়**—কামনা হতে মুক্ত হবার জন্য; **ভামিনি**—হে সুন্দরী; **সন্তি**—তারা; **হি**—বস্তুত; **একান্ত**—ঐকান্তিক; **ভক্তায়াঃ**—ভক্ত; **তব**—তোমার জন্য; **কল্যাণি**—হে কল্যাণি; **নিত্যদা**—সর্বদা।

অনুবাদ

হে সুন্দরী ও কল্যাণী, যেহেতু তুমি আমার ঐকান্তিক ভক্ত, তাই জাগতিক কামনা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যা কিছু আশীর্বাদ তুমি আশা কর, তা সব নিত্যই তোমার লাভ হয়েছে।

শ্লোক ৫১

উপলব্ধং পতিপ্রেম পাতিব্রত্যং চ তেঽনঘে ।
যদ্বাক্যৈশ্চাল্যমানায়া ন ধীর্ময্যপকর্ষিতা ॥ ৫১ ॥

উপলব্ধম্—উপলব্ধ; **পতি**—পতির জন্য; **প্রেম**—শুদ্ধ প্রেম; **পাতি**—পতির প্রতি; **ব্রত্যম্**—সতীত্বের ব্রতে আনুগত্য; **চ**—এবং; **তে**—তোমার; **অনঘে**—হে শুদ্ধশীলে; **যৎ**—যতখানি; **বাক্যৈঃ**—বাক্যসমূহ দ্বারা; **চাল্যমানায়াঃ**—বিচলিত করতে; **ন**—না; **ধীঃ**—তোমার মন; **ময়ি**—আমার প্রতি আসক্ত; **অপকর্ষিতা**—বিচ্যুত।

অনুবাদ

হে শুদ্ধশীলে, আমি এখন তোমার পতিপ্রেম ও পাতিব্রত্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করেছি। আমার কথায় বিচলিত হলেও আমার কাছ থেকে তোমার মন বিচ্যুত করা যায়নি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর মধ্যে শুদ্ধ প্রেমের বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত শ্লোকটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উদ্ধৃত করেছেন—

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে ।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

"যখন কোনও যুবক ও যুবতীর মধ্যে প্রেমবন্ধন নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকা সত্ত্বেও তাদের মাঝে প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হয় না, তখন তাদের মধ্যে অনুরাগটিকে বলা যায় শুদ্ধ প্রেম।" শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধ দাম্পত্য সঙ্গীর মধ্যে নিত্য প্রেমময়ী সম্পর্কের প্রকৃতরূপ এমনই হয়ে থাকে।

শ্লোক ৫২

যে মাং ভজন্তি দাম্পত্যে তপসা ব্রতচর্যয়া ।
কামাত্মানোঽপবর্গেশং মোহিতা মম মায়য়া ॥ ৫২ ॥

যে—যারা; **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তি**—ভজনা করে; **দাম্পত্যে**—গৃহস্থ জীবনের মর্যাদার জন্য; **তপসা**—তপশ্চর্যা দ্বারা; **ব্রত**—ব্রতের; **চর্যয়া**—এবং সম্পাদন দ্বারা;

কাম-আত্মানঃ—স্বভাবে কামুক; **অপবর্গ**—মুক্তির; **ঈশম্**—নিয়ন্তা; **মোহিতাঃ**—মোহিত; **মম**—আমার; **মায়য়া**—মায়াময় জাগতিক শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

পারমার্থিক মুক্তি প্রদানের ক্ষমতা আমার থাকলেও, কামাসক্ত এবং বিভ্রান্ত মানুষেরা তাদের জড় জাগতিক গার্হস্থ্য জীবনের জন্যই আমার আশীর্বাদ পাওয়ার আশায়, ব্রত ও তপশ্চর্যার মাধ্যমে আমার ভজনা করে থাকে। এই ধরনের মানুষেরা আমার মায়া-শক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

দাম্পত্যে শব্দটি পতি ও পত্নীর মধ্যে সম্পর্ক বোঝায়। কামাসক্ত এবং বিভ্রান্ত মানুষ এই ধরনের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য শ্রীভগবানের ভজনা করে, যদিও তারা জানে যে, অনিত্য বস্তুর প্রতি তাদের অনাবশ্যক আসক্তি থেকে তিনি তাদের মুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ৫৩

মাং প্রাপ্য মানিন্যপবর্গসম্পদং
বাঞ্ছন্তি যে সম্পদ এব তৎপতিম্ ।
তে মন্দভাগ্যা নিরয়েঽপি যে নৃণাং
মাত্রাত্মকত্বাৎ নিরয়ঃ সুসঙ্গমঃ ॥ ৫৩ ॥

মাম্—আমাকে; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **মানিনি**—হে প্রেমের আধার; **অপবর্গ**—মুক্তির; **সম্পদম্**—সম্পদ; **বাঞ্ছন্তি**—তারা কামনা করে; **যে**—যে; **সম্পদঃ**—(জাগতিক) সম্পদসমূহ; **এব**—কেবল; **তৎ**—তাদৃশ; **পতিম্**—পতি; **তে**—তারা; **মন্দ-ভাগাঃ**—মন্দভাগ্য; **নিরয়ে**—নরকে; **অপি**—ও; **যে**—যে; **নৃণাম্**—পুরুষের জন্য; **মাত্রা-আত্মকত্বাৎ**—যেহেতু তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে মগ্ন; **নিরয়ঃ**—নরক; **সু-সঙ্গমঃ**—যথাযথ।

অনুবাদ

হে প্রেমের আধার, মুক্তি ও জাগতিক সম্পদ উভয়েরই ঈশ্বর আমাকে লাভ করেও যারা কেবল জাগতিক সম্পদের জন্য লালায়িত হয়, তারা মন্দভাগ্য। ঐ সমস্ত জড় জাগতিক লাভ তো নরকেও পাওয়া যেতে পারে। যেহেতু এই ধরনের পুরুষেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনে আবিষ্ট হয়ে থাকে, তাই নরকই তাদের উপযুক্ত স্থান হয়।

তাৎপর্য

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ সকল আনন্দ ও সকল ঐশ্বর্যের উৎস, তাই তিনিই স্বয়ং পরম আনন্দ এবং পরম ঐশ্বর্য, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত। তাই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়াই আমাদের প্রকৃত স্বার্থ। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন (*ভাগবত* ৭/৫/৩১) *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিম্ হি বিষ্ণুম্*—"অজ্ঞ লোকেরা জানে না যে, ভগবান বিষ্ণুকে (কৃষ্ণ) লাভ করার মধ্যেই তাদের যথার্থ স্বার্থ নিহিত রয়েছে।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, নরকেও সহজেই নারী-সঙ্গ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সুখ পাওয়া যেতে পারে। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখেছি, শূকর, কুকুর ও পায়রাদের মতো জীবেরাও যৌনতা উপভোগ করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আধুনিক মানুষদের জীবনে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, তারা কুকুর ও বিড়ালের মতো জীবনটা উপভোগ করাই অধিক পছন্দ করছে। আর এসবই চলছে জড় জাগতিক প্রগতির নামে।

শ্লোক ৫৪

দিষ্ট্যা গৃহেশ্বর্যসকৃন্ময়ি ত্বয়া
কৃতানুবৃত্তির্ভবমোচনী খলৈঃ ।
সুদুষ্করাসৌ সুতরাং দুরাশিষো
হ্যসুম্ভরায়া নিকৃতিং জুষঃ স্ত্রিয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

দিষ্ট্যা—ভাগ্যক্রমে; **গৃহ**—গৃহের; **ঈশ্বরি**—হে কর্ত্রী; **অসকৃৎ**—অবিরত; **ময়ি**—আমার প্রতি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **কৃতা**—কৃত; **অনুবৃত্তিঃ**—বিশ্বস্ত সেবা; **ভব**—সংসার হতে; **মোচনী**—যা মুক্তি প্রদান করে; **খলৈঃ**—যারা ঈর্ষাপরায়ণ তাদের জন্য; **সুদুষ্করা**—সুদুষ্কর; **অসৌ**—তা; **সুতরাম্**—বিশেষত; **দুরাশিষঃ**—যাদের উদ্দেশ্য অসৎ; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **অসুম্**—তার প্রাণবায়ু; **ভরায়াঃ**—যে (কেবল) পোষণ করে; **নিকৃতিম্**—বঞ্চনা; **জুষঃ**—যে প্রশ্রয় দেয়; **স্ত্রিয়াঃ**—নারীর জন্য।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে, হে গৃহেশ্বরি, তুমি সকল সময় আমার প্রতি বিশ্বস্ত, ভক্তিপূর্ণ সেবা নিবেদন করেছ। ঈর্ষাপরায়ণদের পক্ষে, বিশেষত যে নারীর উদ্দেশ্য অসৎ, যে কেবলমাত্র তার শারীরিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য জীবন ধারণ করে এবং যে ছলনার প্রশ্রয় দেয়, এই ধরনের সেবা নিবেদন করা তাদের পক্ষে দুষ্কর।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নলিখিত প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন—যেহেতু ভক্তিপূর্ণ সেবা অনায়াসে মানুষকে মুক্তি প্রদান করে, তাহলে প্রত্যেকেই মুক্ত হয়ে গেলে জগতের আর অস্তিত্ব থাকবে না, সেটা কি সম্ভব নয়? মহান আচার্য তার উত্তর দিয়েছেন যে, সেরকম কোন ভয় নেই, কারণ ঈর্ষাপরায়ণ, প্রবঞ্চনাকারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষদের পক্ষে বিশ্বস্তভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করা অত্যন্ত কঠিন এবং এই জগতে সেই ধরনের মানুষের সংখ্যা কম নয়।

শ্লোক ৫৫

ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িণীং গৃহিণীং গৃহেষু
পশ্যামি মানিনি যয়া স্ববিবাহকালে ।
প্রাপ্তান্ নৃপান্ ন বিগণয্য রহোহরো মে
প্রস্থাপিতো দ্বিজ উপশ্রুতসৎকথস্য ॥ ৫৫ ॥

ন—না; **ত্বাদৃশীম্**—তোমার মতো; **প্রণয়িণীম্**—প্রণয়িনী; **গৃহিণীম্**—গৃহিণী; **গৃহেষু**—আমার গৃহগুলিতে; **পশ্যামি**—আমি দেখি; **মানিনি**—মাননীয়া; **যয়া**—যার দ্বারা; **স্ব**—তার নিজের; **বিবাহ**—বিবাহ; **কালে**—সময়ে; **প্রাপ্তান্**—উপস্থিত; **নৃপান্**—রাজাদের; **ন বিগণয্য**—অশ্রদ্ধা করে; **রহঃ**—গোপন বার্তার; **হরঃ**—বাহক; **মে**—আমার কাছে; **প্রস্থাপিতঃ**—প্রেরণ করেছিলে; **দ্বিজঃ**—ব্রাহ্মণ; **উপশ্রুত**—শ্রবণ করেছিল; **সৎ**—সত্য; **কথস্য**—যার সম্বন্ধে কথা।

অনুবাদ

হে মানিনি, আমার সকল প্রাসাদে অন্য কোন পত্নীকে আমি তোমার মতো এমন প্রেমময়ী দেখি না। তোমার বিবাহের সময়ে তোমার পাণিপ্রার্থী উপস্থিত সকল রাজাদের তুমি উপেক্ষা করেছিলে এবং যেহেতু কেবলমাত্র আমার সম্বন্ধে যথার্থ বৃত্তান্ত তুমি শুনেছিলে, তাই তোমার গোপন বার্তা দিয়ে এক ব্রাহ্মণকে তুমি পাঠিয়েছিলে।

শ্লোক ৫৬

ভ্রাতুর্বিরূপকরণং যুধি নির্জিতস্য
প্রোদ্বাহপর্বণি চ তদ্বধমক্ষগোষ্ঠ্যাম্ ।
দুঃখং সমুত্থমসহোঽস্মদযোগভীত্যা
নৈবাব্রবীঃ কিমপি তেন বয়ং জিতাস্তে ॥ ৫৬ ॥

ভ্রাতুঃ—তোমার ভ্রাতার; **বিরূপ-করণম্**—বিকৃতি ঘটানোর; **যুধি**—যুদ্ধে; **নির্জিতস্য**—যে পরাজিত; **প্রোদ্বাহ**—বিবাহ অনুষ্ঠানের (রুক্মিণীর পৌত্র, অনিরুদ্ধের); **পর্বণি**—নির্দিষ্ট দিনে; **চ**—এবং; **তৎ**—তার; **বধম্**—বধ; **অক্ষ-গোষ্ঠ্যাম্**—দ্যূতক্রীড়ার সময়; **দুঃখম্**—দুঃখ; **সমুত্থম্**—পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হয়ে; **অসহঃ**—অসহ্য; **অস্মৎ**—আমাদের থেকে; **অযোগ**—বিচ্ছেদের; **ভীত্যা**—ভয়ে ভয়ে; **ন**—না; **এব**—বস্তুত; **অব্রবীঃ**—তুমি বলোনি; **কিম্ অপি**—কোনওকিছু; **তেন**—তার দ্বারা; **বয়ম্**—আমরা; **জিতাঃ**—বিজিত হয়েছি; **তে**—তোমার দ্বারা।

অনুবাদ

যুদ্ধে পরাজিত তোমার ভ্রাতাকে যখন বিকৃতরূপ করা হয়েছিল এবং পরে অনিরুদ্ধের বিবাহের দিন দ্যূতক্রীড়ার সময়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, তখন তুমি অসহনীয় শোক অনুভব করেছিলে, তবুও আমাকে হারানোর আশঙ্কায় তুমি একটি কথাও বলোনি। এই নীরবতার মাধ্যমেই তুমি আমাকে জয় করেছ।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। অতএব, রুক্মিণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যালাপ অবশ্যই অনিরুদ্ধের বিবাহের পরে ঘটেছিল।

শ্লোক ৫৭

দূতস্ত্বয়াত্মলভনে সুবিবিক্তমন্ত্রঃ
প্রস্থাপিতো ময়ি চিরায়তি শূন্যমেতৎ ।
মত্বা জিহাস ইদমঙ্গমনন্যযোগ্যং
তিষ্ঠেত তৎ ত্বয়ি বয়ং প্রতিনন্দয়ামঃ ॥ ৫৭ ॥

দূতঃ—বার্তাবহ; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **আত্ম**—আমাকে; **লভনে**—লাভ করবার জন্য; **সুবিবিক্ত**—অত্যন্ত গোপনীয়; **মন্ত্রঃ**—যার পরামর্শ; **প্রস্থাপিতঃ**—প্রেরিত; **ময়ি**—যখন আমি; **চিরায়তি**—বিলম্ব করেছিলাম; **শূন্যম্**—শূন্য; **এতৎ**—এই (জগৎ); **মত্বা**—মনে করে; **জিহাসে**—তুমি পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলে; **ইদম্**—এই; **অঙ্গম্**—দেহ; **অনন্য**—অন্য কারো জন্য নয়; **যোগ্যম্**—যোগ্য; **তিষ্ঠেত**—স্থিত হোক; **তৎ**—সেই; **ত্বয়ি**—তোমাতেই; **বয়ম্**—আমরা; **প্রতিনন্দয়ামঃ**—আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি।

অনুবাদ

তোমার অত্যন্ত গোপনীয় পরিকল্পনা জানিয়ে আমার কাছে দূত পাঠানো সত্ত্বেও আমি যখন তোমার কাছে যেতে বিলম্ব করছিলাম, তখন তুমি সমগ্র জগতকে শূন্য মনে করতে শুরু করেছিলে এবং তোমার যে দেহ আমাকে ছাড়া কখনও অন্য কারও সেবায় দেওয়া হত না, তাও তুমি ত্যাগ করতে চেয়েছিলে। তোমার এই মহত্ত্ব চিরকাল তোমারই থাকুক; তোমার ভক্তির জন্য তোমাকে মহানন্দে অভিনন্দন জানানো ছাড়া এর প্রতিদানের আমি অন্য কিছুই করতে পারি না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও পতি গ্রহণে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর কোনও অভিপ্রায় ছিল না, যা তিনি শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেছিলেন (*ভাগবত ১০/৫২/৪৩*)—*যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎ-প্রসাদং। জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥* "আমি যদি আপনার অনুগ্রহ লাভ না করি, তা হলে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত পালনে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আমার প্রাণই ত্যাগ করব। তা হলে, শত শত জীবনের প্রচেষ্টার পরে, আমি হয়ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করব।" রাণী রুক্মিণীর অনবদ্য মহিমা *শ্রীমদ্ভাগবতে* এইভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শ্লোক ৫৮

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ ।
স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সৌরত**—দাম্পত্য; **সংলাপৈঃ**—কথোপকথনে; **ভগবান্**—শ্রীভগবান; **জগৎ**—জগতের; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর; **স্ব**—স্বয়ং; **রত**—আনন্দ গ্রহণ করে; **রময়া**—ভাগ্য দেবী, শ্রীরমার সাথে (অর্থাৎ রাণী রুক্মিণীর সাথে); **রেমে**—তিনি আনন্দ উপভোগ করেছিলেন; **নর-লোকম্**—মানবজগৎ; **বিড়ম্বয়ন্**—অনুকরণ করে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—আত্মানন্দী জগদীশ্বর এইভাবেই লক্ষ্মীদেবীকে প্রেমিক-প্রেমিকার বাক্যালাপে নিয়োজিত করে মানব সমাজের জীবনচর্যা অনুকরণ করে তাঁর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিড়ম্বয়ন্ শব্দটির অর্থ 'অনুকরণ করা' এবং তা ছাড়া 'উপহাস করা'। শ্রীভগবানের লীলা সম্পদ চিন্ময় ভাবাপন্ন এবং তাই দৈহিক ইন্দ্রিয়াদি সন্তুষ্টির লক্ষ্যে জড় জাগতিক কার্যাবলীর বিকৃত প্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে তিনি এই জগতেরই কোনও পতির মতো আচরণ বিলাস করেছিলেন।

শ্লোক ৫৯

তথান্যাসামপি বির্ভুগৃহেষু গৃহবানিব ।
আস্থিতো গৃহমেধীয়ান্ ধর্মান্ লোকগুরুর্হরিঃ ॥ ৫৯ ॥

তথা—তেমনই; **অন্যাসাম্**—অন্যান্যদের (রাণী); **অপি**—ও; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান; **গৃহেষু**—গৃহসমূহে; **গৃহবান্**—গৃহস্থ; **ইব**—মতো; **আস্থিতঃ**—আচরণ করেছিলেন; **গৃহমেধীয়ান্**—ধার্মিক গৃহীর; **ধর্মান্**—ধর্মীয় কর্তব্যকর্ম; **লোক**—সমস্ত বিশ্ব জগতের; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান হরি, সমস্ত জগতের পরম গুরু, তাঁর অন্যান্য রাণীর প্রাসাদগুলিতে চিরাচরিত গৃহস্থের মতোই একইভাবে গৃহীর ধর্ম পালন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাণী রুক্মিণীকে উদ্ভ্যক্ত করলেন' নামক ষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।